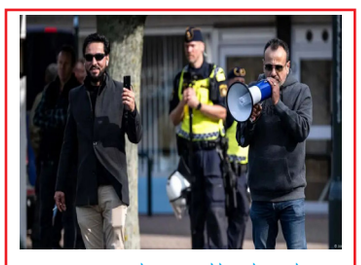

কুরআন পোড়ানো ব্যক্তিকে শাস্তি দিল সুইডেন

সারে-জমিন

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে ফের মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের

রূপসী বাংলা

বাজেট ২০২৫: বৈষম্যের নীতিতে অনড় মোদি সরকার

সম্পাদকীয়

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী বিধান

দাওয়াত

১২১ ম্যাচ কম খেলেই ব্রাভোর রেকর্ড ভাঙলেন রশিদ খান

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বৃহস্পতিবার
৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২৩ মাঘ ১৪৩১
৭ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 36 ■ Daily APONZONE ■ 6 February 2025 ■ Thursday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনের প্রথম দিনে বিপুল লগ্নি ঘোষণা শিল্পপতিদের

রাজ্যে ৫০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে রিলায়েন্স, ভূয়সী প্রশংসা মমতার

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের (বিজিবিএস) প্রথম দিন বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গে বিপুল লগ্নির ঘোষণা দিলেন বিভিন্ন শিল্পোদ্যোগীরা। শুধু তাই নয় পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পের সুপরিবেশ আছে, আর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সবসময় তাদের নানা সমস্যা নিরসনে দ্রুত এগিয়ে আসেন সেকথাও শিল্পপতিরা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি। মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে কেন পশ্চিমবঙ্গে কেন তিনি লগ্নি করতে চান সে প্রসঙ্গে আম্বানি বলেন, আমি বিশ্বাস করি, আজ বাংলা মানেই আকাশছোঁয়া দৃষ্টি।আজ বাংলা মানেই প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা। আজ বাংলা মানেই দক্ষ বাস্তবায়ন। এককথায় মমতা দিদির নেতৃত্বে বাংলা মানেই ব্যবসা। আর মমতা দিদি সব সময় মন থেকে ব্যবসা-ব্যবসা মানেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আম্বানি বলেন, দিদি, আপনি যেভাবে নারী শক্তির স্বশক্তিকরণ করছেন, তা সারা দেশের কাছে উদাহরণস্বরূপ। আপনার নাম, মমতা, সহানুভূতি বা করুণার প্রতীক। কিন্তু আপনার নামের 'দিদি' মানে একজন অক্লান্ত নেতার প্রতীক। আপনি সহানুভূতি এবং শক্তির ব্যক্তিত্ব। মমতা সপ্তাহে যে ৬৪ হাজার কদম হাঁটেন, সেকথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন আম্বানি। মমতার কবিতার কথা উল্লেখ করে আম্বানি বলেন, আপনার নিজের একটা কবিতায় একটা সুন্দর বাংলা বাক্য আছে, মায়ের মুখ স্বর্গ সুখ'। এটি বাংলা এবং তার বাইরেও সাংস্কৃতিক অনুভূতিকে প্রতিফলিত করে, যেখানে মায়ের ভালবাসাকে পবিত্র এবং ঐশ্বরিক বলে মনে করা হয়। বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে অংশ নিয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ আম্বানি বুধবার ঘোষণা করেন, এই দশকের শেষে পশ্চিমবঙ্গে ৫০,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে। পরিকল্পনা ঘোষণার সময় মুকেশ আম্বানি বলেন, ২০১৬ সালে সংস্থার বিনিয়োগ ছিল ২০০০ কোটি টাকারও কম। তার পর থেকে তারা ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ করেছেন। আগামি দশ বছরের মধ্যে এই বিনিয়োগ দ্বিগুণ করা হবে। আর আমাদের বিনিয়োগ ১ লক্ষেরও বেশি প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে উৎসাহিত করেছে। আজ আমি পাঁচটি সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে চাই। তিনি বলেন, জিও এআই ডেটা সেন্টার তৈরি করছে। আমরা কলকাতায় আমাদের ডেটা সেন্টারকে এআই ডেটা সেন্টারে

রূপান্তরিত করেছি এবং নয় মাসের মধ্যে এটি চালু হবে। উন্নত উৎপাদন ক্ষমতা সহ একটি গভীর প্রযুক্তি জাতি হিসাবে ভারতের রূপান্তরের জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অপরিহার্য। জিও বর্তমানে ভারতে বিশ্বের সেরা পরিকাঠামো তৈরি করছে। আজ জিও শুধু এক নম্বর ডিজিটাল পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা নয়, এটি বিশ্বের এক নম্বর ডেটা সংস্থা। রিলায়েন্স রিটেলে যে এ রাজ্যে ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ রয়েছে সেকথা জানান আম্বানি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমার ফেভারিট মুকেশ জি তো সব কিছুই বলে দিয়েছেন। কোনো কিছু বাদ রাখেন নি। উনি আজকে ঘোষণা করলেন যে আগামি দিনে তাঁর 'জিও'র নতুন প্রজেক্ট এই কলকাতা থেকেই বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়বে। আমি খুব খুব খুশি। আমাদের এটা মনে রাখতে হবে বাংলা হল দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানী। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে একটা সময় তো বাংলা দেশের রাজধানী ছিল। তিনি বলেন, বাংলাকে ভুলে যাবেন না, বাংলাও আপনাদের ভুলবে না। বাংলা হল পূর্ব ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার গেটওয়ে। স্কিল, এমএসএমই, মহিলা স্বশক্তিকরণ এ আমরা দেশের এক নম্বরে। আগে আমাদের এখানে ঘেরাও হতো, স্ট্রাইক হতো। এখন আর এটা হয় না। একদিনের জন্যও কোনো শ্রমদিবস নষ্ট হয় না। মমতা বলেন, আজকেও আমি শুনছিলাম কেউ কেউ বলছে নাকি ১৩ টাকাও বিনিয়োগ হয়নি। আমি আপনাদের যারা শুধুই রাজনীতি করেন তাদের কে কোনো উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আমি করি না। আমি শুধু সাধারণ মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, আমি যা উত্তর দেওয়ার তাদেরকেই দেবো, আপনাদের নয়। ১২ লক্ষ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই বিনিয়োগ হয়েছে। জিএসডিপিবেড়েছে ৩.৯৩ গুণ। ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৮৫ গুণ। মহিলা স্বশক্তিকরণে আমরা শুধু কথায় বিশ্বাস করি না, আমরা করে দেখাই। সংসদে আমাদের মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ৩৯.৫ শতাংশ, যা সারা দেশের আর কোনো রাজনৈতিক দলের নেই। আমাদের পর্যটন ক্ষেত্র নিয়ে আলাদা করে আর কিছু বলতে চাই না। আমরা বিভেদ করি না, আমরা সবাইকে এক করি।

শিল্পপতি সঞ্জীব গোয়েঙ্কা বলেন, আমি এই শহরেই জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী সব বিষয়ে খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখেন। যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই সমস্যার সমাধান করেন। আমরা এই রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৪০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছি। আরো প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা আমরা এখানে বিনিয়োগ করবো। মূলতঃ শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও এনার্জি সেক্টরে এই বিনিয়োগ করব। আইটিসির সঞ্জীব পুরি বলেন, ৫০ এর বেশি সিইও এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। আমরা (আইটিসি) এই রাজ্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিনিয়োগ করেছি। প্রায় ৭ হাজার ৫০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে আমাদের এই রাজ্যে। আমরা এখানে গ্লোবাল সেক্টর ফর ইন্টেলিজেন্স তথা কৃত্রিম মেধার হাব তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বিনিয়োগের এই ধারা আগামি দিনেও বজায় থাকবে। এই মঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী এআই হাবের শিলান্যাস করেছেন। সজ্জন জিন্দাল (জেএসডব্লু) বলেন, ১৬ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগে শালবনিতে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অন্যান্য শিল্পপতিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হর্ষবর্ধন নেওটিয়া, সঞ্জয় বুধিয়া, উমেশ চৌধুরী, অশোক ধানুকা প্রমুখ। ছিলেন ফিকির চেয়ারম্যান হর্ষবর্ধন আগরওয়ালও। এছাড়াও ছিলেন ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন, প্রাক্তন ক্রিকেটার সৌরভ গাঙ্গুলি। হেমন্ত সোরেন বলেন, ঝাড়খন্ড ঝাড়খন্ড ও বাংলার মধ্যে এমন অনেক কিছুই আছে যা এক। খনিজ সম্পদ ও টেক্সটাইল শিল্পে ঝাড়খন্ড অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে। আমি দেশ ও বিদেশী শিল্পপতিদের কাছে আবেদন করছি আপনারা আমাদের রাজ্যে আসুন। সৌরভ গাঙ্গুলি আবেদন জানান, শুধু ক্রিকেট নয়, বাংলা ফুটবলেরও ভক্ত। ফলে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিনিয়োগ করুন।

আইন নিয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সেরা রাঁচির ইন্তিসার-জয়নব

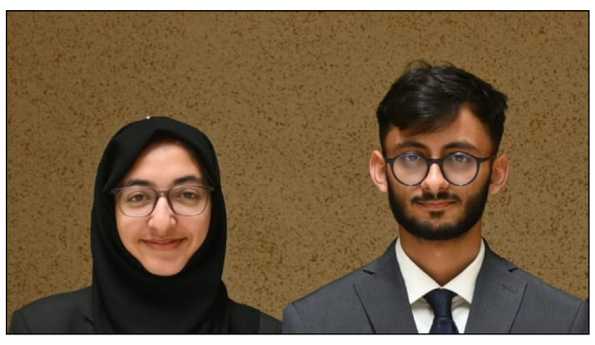

আপনজন ডেস্ক: ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিভা দিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ লিগ্যাল স্টাডিজ অ্যান্ড রিসার্চ (NUSRL, রাঁচি) এর শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক আরবিট্রাল অ্যাওয়ার্ড লেখা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার জিতেছে। ৫ম সুরানা-আরজিএনএল আন্তর্জাতিক আরবিট্রাল অ্যাওয়ার্ড রচনা প্রতিযোগিতা-২০২৪-এ প্রথম স্থান অর্জন করেছেন ইন্তিসার আসলাম (৪র্থ বর্ষ) এবং জয়নব উল কুবরা (৩য় বর্ষ)। তারা ২৫ হাজার টাকা নগদ পুরস্কার পেয়েছেন। এই দুই শিক্ষার্থীই ভারত এবং বিদেশের কিছু শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণকারীদের পরাজিত করে এই সম্মান অর্জন করেছেন। এই প্রতিযোগিতাটি পাঞ্জাবের রাজীব গান্ধী জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় (RGNUL) এর বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি কেন্দ্র (CADR) এবং সুরানা আন্তর্জাতিক আইনজীবীদের সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছিল। এর লক্ষ্য বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উৎকর্ষতা প্রচার করা। অংশগ্রহণকারীদের একটি কাল্পনিক আইনি সমস্যার উপর ভিত্তি করে একটি সালিশী রায় প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতায় ৭২ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছিলেন, যারা বিএ এলএলবি, এলএলএম, পিএইচডি, এমফিল বা অন্যান্য আইন সম্পর্কিত কোর্সে অধ্যয়নরত। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের শেষ তারিখ ছিল ৩০ অক্টোবর, ২০২৪ এবং ফলাফল জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে ঘোষণা করা হয়। রাঁচির জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. অশোক আর পাতিল ইন্তিসার আসলাম এবং জয়নবকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়টি এই মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে। তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরব বয়ে এনেছেন।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
চণ্ডীপুর মোড় ■ বিড়লাপুর রোড ■ কলকাতা-৭০০১৩৭
https://bbinursing.com
Project of Amanat Foundation
ছেলেদের জন্য

আশশিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং
সহরার হাট ■ ফলতা ■ দক্ষিণ ২৪ পরগনা
https://ashsheefahospital.com
Project of AshSheefa Group
মেয়েদের জন্য

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে সহায়তা

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০+ বেডের নিজস্ব হাসপাতালে এবং অতিরিক্ত আরও ২ টি ১০০+ বেডের হাসপাতালে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা।
- মেয়েদের জন্য হসপিটাল ক্যাম্পাসে নার্সিং স্কুল ও হোস্টেল এর সুযোগ।
- ছেলেদের পৃথক হোস্টেল।
- ভর্তির যোগ্যতা: সায়েন্স/আর্টস/কমার্স) যেকোনও শাখায় HS এ40% মার্কস।

HSপাস ছেলে ও মেয়েদের জন্য নার্সিং এর অ্যাডমিশন শুরু হয়ে গেছে

GNM
(3Years)
কোর্সে সরাসরি ভর্তি চলছে
ওয়েস্ট বেঙ্গল ও ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

কোর্স ফিজঃ
ছেলেদের- 3 লাখ
মেয়েদের- 2.5 লাখ

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত
(Director) MBBS, MD, Dip. Card

মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান
ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান
ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

যোগাযোগ
6295 122937 (D)
93301 26912 (O)

প্রথম নজর

ভাঙড়ের জমি কমিটির স্বাস্থ্য ভবন অভিযান ঘিরে উত্তেজনা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা

আপনজন: শ্যামনগরে পুলিশ ও জমিকমিটির মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা। পথ অবরোধ জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র পরিবেশ রক্ষা কমিটির। ঘটনাস্থলে যায় বিরাট পুলিশ বাহিনী। তিলোত্তমার তদন্তে আরজিকর কর্তৃপক্ষ ও স্বাস্থ্য দপ্তরের অপরাধমূলক অবহেলার বিরুদ্ধে জবাব চাইতে বিভিন্ন সংগ্রামী সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি স্বাস্থ্য ভবন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়ে ছিল। আর সেই মতো তাদের আটকাতে বুধবার দুপুরে ৯১ হাড়োয়া শ্যামবাজার রোডের বগডোবাতে যায় বিরাট পুলিশ বাহিনী। একদিকে রাজারহাট থানার পুলিশ অন্যদিকে কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা।উপস্থিত ভাঙ্গড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ। কাশিপুর পোলেরহাট সহ একাধিক থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী উপস্থিত ছিলেন সেখানে। স্বাস্থ্য ভবনে যাতে পাওয়ার গ্রীড বিরোধী আন্দোলনকারী জমি জীবিকা বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষা কমিটির সদস্যরা যাতে না যেতে পারে সে কারণে জন্য পুলিশের এই ব্যবস্থা বলে খবর। আর এই ঘটনায় উওেজনা ছড়ায়এলাকায়।

ডোমজুড়ে পঞ্চায়েত সদস্যর বাড়ির চেম্বার থেকে দেহ উদ্ধার!

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার ডোমজুড় থানার অন্তর্গত গয়েশপুরে নির্মীয়মাণ বাড়ির চেম্বার থেকে উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। ঢাকনা দেওয়া চেম্বার থেকে বেশ কয়েকদিন ধরে গন্ধ বেরোচ্ছিল। বুধবার সেই গন্ধ তীব্র হতেই খবর যায় পুলিশের কাছে। ডোমজুড় থানার পুলিশ এসে চেম্বার খুলে উদ্ধার করে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ। এই বাড়িতে চলা এক কারখানার কর্মী লক্ষণ গুপ্তা নিখোঁজ ছিলেন। সেই ব্যক্তির দেহ কিনা তার খোঁজ চালাচ্ছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়।

গেদে-শিয়ালদা লোকালে মব লিঞ্চিং নিয়ে প্রতিবাদ বিশিষ্টজনদের

■ সম্প্রতি নদিয়ার রানাঘাটের কাছে গেদে-শিয়ালদা লোকাল ট্রেনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেক্ট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের প্রাক্তন ছাত্র রেজাউল ইসলাম বেশ কয়েকজন সহযাত্রীর দ্বারা চরম শারিরীক ও মানসিক লাঞ্ছনার শিকার হন। তাকে ট্রেন থেকে ফেল দেওয়ারও চেষ্টা হয়। যদিও কিছু উদারপন্থী সহযাত্রীর চেষ্টায় এই যাত্রায় কোনওক্রমে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। মূলত তিনি জাতি বিদ্বেষের শিকার হন। এমন ঘটনা উত্তরপ্রদেশ বা ভিন রাজ্যে দেখা গেলেও আমাদের এই সম্প্রীতির রাজ্যে তা বিরল। কিন্তু বর্তমানে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হচ্ছে যেখানে এই ধরনের ঘটনার সাক্ষী থাকছে এই বাংলা। আর এই মব লিঞ্চিংয়ের ঘটনা চরম উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ইতিমধ্যে ওই আক্রান্ত ব্যক্তি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। এ বিষয়ে রাজ্যের বিশিষ্টজনদের মতামত তুলে ধরেছেন 'আপনজন'-এর সাংবাদিক **এম মেহেদী সানি**।

”

নদিয়ায় রেজাউলের উপর আক্রমণের ঘটনা কোন একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আর এস এস রাজনীতির দ্বারা লালিত প্রশাসিত রাজ্যে এসব আকছার ঘটে চলেছে। এই কুচক্র থেকে মুক্তি পেতে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের পক্ষে জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে ।

বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য
আইনজীবী

”

বাংলায় মবলিঞ্চিং ভবিষ্যতের জন্য অশনি সংকেত। দোষীদের চূড়ান্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।

মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস
সম্পাদক, অল বেঙ্গল ইমাম-মুয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন

”

এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকার আশ্চর্যজনভাবে নীরব।

ইমরান হোসেন
রাজ্য সভাপতি, এসআইও পশ্চিমবঙ্গ

”

খুবই মর্মান্তিক ঘটনা। সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে প্রতিটি ব্লকে একটা টাস্কফোর্স গঠন করতে হবে।

আবদুল হাদি, সম্পাদক, পিস
রাজ্য সভাপতি, বিএডিএফ

”

বাংলা সম্প্রীতির জায়গা। এই ধরনের বিদ্বেষপন্থী দুষ্কৃতিদেরকে কঠোর হাতে দমন করা দরকার।

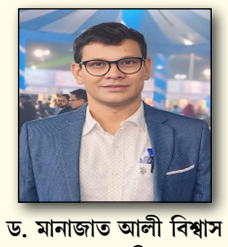

ড. মানাজাত আলী বিশ্বাস
সভাপতি, পি আই বি

”

গেদে-শিয়ালদা লোকালে ঘটে যাওয়া ঘটনাটিকে এপিডিআর একটা ভয়ংকর ঘটনা হিসাবে দেখছে। আমরা মনে করি এটা আসলে হিমশৈলের চূড়া মাত্র। রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা সত্যিই ভয়ংকর। সাম্প্রদায়িক বিষ আগ্নেয়গিরিতে পরিণত করেছে রাজনৈতিক দলগুলি।

রঞ্জিত শূর
সাধারণ সম্পাদক, এপিডিআর

”

যারা সম্প্রীতির বাংলায় মেরুকরণের চেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা না নিলে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকবে বলে আমরা আশঙ্কা করছি।

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান *সাধারণ সম্পাদক, সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশন*

”

সম্প্রীতির বাংলা এটা মুখে বললে চলবে না। অবিলম্বে দোষীদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তার করতে হবে ।

মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান
পানিগোবরা দরবার শরীফ

”

যে ঘটনাটি ঘটেছে অত্যান্ত মর্মান্তিক এবং দুর্ভাগ্যজনক এটা কখনো কাম্য নয়।

আবু সিদ্দিক খান
রাজ্য সম্পাদক, সিরাত

”

ট্রেনে যে ঘটনা ঘটানো হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। কোন সভ্য দেশের আচরণ হতে পারে না।

আলমগীর সরদার
জমিয়তে আহলে হাদিস

”

এই এরকম কঠিন হামলার শিকার কখনোই মানা যায় না। বিষয়টি প্রশাসনের দৃষ্টিগোচর করা দরকার।

সিয়ামত আলী,
সম্পাদক, পিওয়াইএফ

”

এই রাজ্যে ইতিপূর্বে এইধরণের ঘটনার কথা আমরা গণমাধ্যমের মারফত জানতে পেরেছি। সমাজমাধ্যমের প্লাটফর্মগুলিতেও ছড়িয়ে যাচ্ছে এইধরণের ঘটনার কথা। কিন্তু এইরাজ্যের সরকারের কোন হুঁশ নেই।

পীরজাদা নওসাদ সিদ্দিকী
বিধায়ক ,ভাঙড় বিধানসভা

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস উল্টে নয়ানজুলিতে

বাইজিদ মন্ডল ● ডায়মন্ডহারবার

আপনজন: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে উল্টে গেল একটি মাল বোঝাই ট্রাক। তার জেরে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলো গুরুতর জখম হলো চালক সহ চার জন। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার ডায়মন্ড হারবার ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক এর পার্শ্ববর্তী হোটুগঞ্জ জুয়ারু পশ্চিম পাড়ার কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে উস্থি থেকে হোটু গঞ্জ এর দিকে যাচ্ছিল মাল বোঝাই একটি ট্রাক। সেই সময় হঠাৎ মাল বোঝাই গাড়ির এক্সেল কেটে যাওয়ার ফলে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনটি ইলেকট্রিক পোষ্ট ভেঙে ট্রাক উল্টে যায় নয়নজলিতে। সেই সময় খবর পেয়ে স্থানীয়রা ছুটে এসে গুরুতর যখম ট্রাক চালক সহ চারজন কে উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাদের কে চিকিৎসা চলছে। উপস্থিত স্থানীয় মানুষ তারা জানান উস্থি থেকে হটুগঞ্জ আসার পথে জুয়ারুর কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বড়ো পুকুরে পড়ে যায় মাল বোঝাই ট্রাক। আশে পাশের মানুষ বেড়িয়ে আসে উদ্ধার করার জন্য।

ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে ফের মৃত্যু হল পরিযায়ী শ্রমিকের

রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: ভিন রাজ্যে রাজমিস্ত্রি কাজে গিয়ে মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। উড়িষ্যার সম্বলপুরে বহুতল ভবনে কাজ করার সময় নীচে পড়ে মৃত্যু হয় তার। মৃত ওই যুবকের নাম রবিউল সেখ (২৩)। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার ডিহিগ্রাম এলাকায়। বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মাকে রেখে বেশ কয়েকদিন আগেই উড়িষ্যায় রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে একটি নির্মাণে কাজ করছিলেন রবিউল। তখনই কাজ চলাকালীন তিনতলা থেকে হঠাৎই পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয় সুন্দরগড় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয়। সুন্দরগড় হাসপাতাল থেকে তাকে রেফার করে দেওয়া হয় উড়িষ্যার ভুলনা হাসপাতালে। ভুলনা হাসপাতলে তিনদিন চিকিৎসার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রেফার করে দেয় রবিউলকে। উড়িষ্যা থেকে রবিউলকে আনা হয় কলকাতায়। কলকাতার এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হলে মৃত্যু হয় রবিউলের। মৃত্যুর খবর

বাড়িতে পৌঁছাতেই কার্যত ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। পরিবারের অভিযোগ, মৃত্যুর খবর পেয়ে নার্সিংহোমে পৌঁছালে পরে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ পুলিশি ঝঞ্ঝাট দেখিয়ে পরিবারের হাতে রবিউলের মৃতদেহ ছাড়তে গরিমসি করে। অবশেষে সাহায্যের দাবি নিয়ে পরিবারের লোক দ্বারস্থ হয় সুতি থানার আধিকারিকদের কাছে। ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ শুনে সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয় সুতি থানার তরফ থেকে রবিউলের পরিবারকে। অবশেষে দুদিন পর মঙ্গলবার রবিউলের দেহ আসে পরিবারে। উড়িষ্যায় রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়ে এভাবে যুবকের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম।

ওয়াকফ বিলের প্রতিবাদে তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভা জলঙ্গিতে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: কেন্দ্রের বিজেপি সরকার মুসলিম সম্প্রদায়ের ওয়াকফ সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার জন্য ওয়াকফ সংশোধিত বিল আনছে সেই বিলারের মাধ্যমে নতুন করে ওয়াকফ সম্পত্তি তাদের নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে পারবে ,সেই বিলের প্রতিবাদে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আবুল কাওসার ও জলঙ্গীর বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে জলঙ্গী ব্লকের দক্ষিণ জোনের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিরাজুল সেখ মিনার নেতৃত্বে ঐতিহাসিক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় জলঙ্গী বিডিও অফিস প্রাঙ্গনে।এদিনের সভায় বিভিন্ন এলাকায় থেকে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

এদিনের মঞ্চে সকল নেতৃত্ব গণ বক্তব্য দিতে গিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক তার বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন আমাদের নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছেন সেই মত আমরাও আমাদের এলাকায় আন্দোলন শুরু করেছি ।

জেলা সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আবুল কাওসার বলেন আমাদের শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমরা এই বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে যাবো পূর্বে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কলকাতায় আন্দোলন করেছি এদিন জলঙ্গীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়,এই ভাবেই আমরা আন্দোলনে মাধ্যমে বিলের বিরোধিতা করবো।

জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন তিনি সাধারণ মানুষকে বোঝানোর জন্য ওয়াকফ বিল কি সেই বিষয়ে বক্তব্য তুলে ধরেন।ব্লক সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিরাজুল সেখ মিনা বলেন আমরা দেখেছি কেন্দ্রের বিজেপি সরকার কোনো দিন সাধারণ মানুষের কোনো ভালো কাজ করেনি কখনও এনারসি তো কখনও তালাক বিল নিয়ে চলে আসছে।তাই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন শুরু করেছি আগামীতে আর বড় ধরনের আন্দোলন করবো ।

এদিনের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আরিফ বিল্লাহ,বিষ্ণুপদ সরকার,মিলন ইসলাম,উত্তর জোনের সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি আফজাল হোসেন, ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি মোশারফ হোসেন, ব্লক ইমাম মুয়াজ্জিন সংগঠনের নেতা সামেদুল ইসলাম ,প্রাক্তন জেলা পরিষদের সদস্য ইকবাল আহাম্মেদ বুলগা,সহ একাধিক অঞ্চল ব্লক নেতৃত্ব কর্মী সমর্থকরা।

সর্বোপরি মুর্শিদাবাদ লোকসভার সাংসদ আবু তাহের খান তিনি দিল্লিতে সংসদ অধিবেশন চলার কারণে সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও ফোনের মাধ্যমে প্রতিবাদ সভার সার্বিক সাফল্য কামনা করে বলেন আমরা সংসদে ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছি তেমনি ভাবে জলঙ্গীতে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে খুব ভালো লাগলো আমরা সর্বত্র প্রতিবাদের মাধ্যমে এই বিলের বিরুধীতা করে বিল পাস হতে দেবো না সেই বার্তায় এদিন দেন সাংসদ আবু তাহের খান।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তালা দিয়ে স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে তালা দিয়ে স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের । সোনামুখী ব্লকের ডিহিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসুদেবপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা দিয়ে স্কুল চত্বরে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের । তাদের দাবি , বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশিষ চ্যাটার্জী বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর আয়োজন করেন নি । কেন প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার আয়োজন করলেন না । সেই দাবি তুলে স্থানীয় বাসিন্দারা আজ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্কুল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি তৈরি হয় । স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি , বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে দীর্ঘক্ষণ উপোস থাকার পরেও তারা বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজোর পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারল না । সুদীপ চ্যাটার্জি বিমান বাগদী নামের স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন , বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিজের ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো করেননি । এটা বাংলাদেশ নয় এটা পাকিস্তান নয় এটা ভারত বর্ষ এটা পশ্চিমবাংলা । এখানে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পুজো কেন হবে না । তবে যতক্ষণ না প্রধান শিক্ষক এই ঘটনার সদুত্তর দিচ্ছে ততক্ষণ তাকে তালা বন্ধ করে রাখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন বিক্ষোভকারীরা । বিদ্যালয়ের স্টপ গ্যাপ শিক্ষক নির্মল সরকার প্রধান শিক্ষকের উপর দায় ঠেলে দিয়ে পুরো বিষয়টি এড়িয়ে যান । বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ চ্যাটার্জী কে সংবাদমাধ্যম একাধিকবার প্রশ্ন করলেও কোন উত্তর দেননি ।

মুর্শিদাবাদের বাটিতে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় নির্বিঘ্নে সম্পন্ন শিবপূজা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গ্রাম এক, কিন্তু ধর্মীয় সম্প্রদায় দু'টি। মাঝেমধ্যেই ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে উস্কানিমূলক মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদ থানার ডাঙ্গাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ বাটি এলাকা। জলসা হোক বা কীর্তন, আবার কখনো পুজোর সময় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ওই এলাকাটি। তবে গত মাস কয়েক ধরে পুলিশের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবগুলি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হচ্ছে সেখানে। বুধবার লালবাগের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অকোলকর রাকেশ মহাদেব জানান, "প্রশাসনের কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে এই বছরের শিব পূজার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। আগামীতেও ওই এলাকায় নির্বিঘ্নে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হবে। আমরা তৎপর থাকবো।"

শিব পূজা হিন্দু ধর্মের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব। যেখানে ভক্তরা মহাদেব শিবের আশীর্বাদ লাভের উদ্দেশ্যে উপবাস, পূজা-অর্চনা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করেন।

পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে বাটি এলাকায় এবছর সেই শিবপূজো কে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক উস্কানী দিয়ে এলাকা উত্তপ্ত করার পরিকল্পনা করেছিল একদল দুষ্কৃতি। তারপর পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সহযোগিতা নিয়ে প্রশাসন শিব পূজা সম্পন্ন করলো। নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন লালবাগের মহকুমা শাসক বনমালী রায়, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অকোলকর রাকেশ মহাদেব, ভগবানগোলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক উত্তম গড়াই সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও প্রশাসনিক কর্তারা।

গড়াইমারী হাসপাতালে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা চালুর দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডোমকল

আপনজন: সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এসডিপিআই)-এর উদ্যোগে গত ১৬ জানুয়ারি ডোমকল বিধানসভার গড়াইমারী অঞ্চলে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা হাসপাতাল পুনরায় চালু এবং জরুরি পরিষেবা নিশ্চিত করার দাবিতে একটি পদযাত্রা ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি হাকিকুল ইসলাম ঘোষণা করেছিলেন যে, ১৫ দিনের মধ্যে ৫ দফা দাবি পূরণ না হলে বৃহৎ আন্দোলনের পথে হাঁটা হবে। বুধবার ১৫ দিনের সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হওয়ায় সকাল ১০টা ১০ মিনিটে গড়াইমারী হাসপাতাল মোড়ে এসডিপিআই-এর নেতৃত্বে

শান্তিপূর্ণ অবরোধ কর্মসূচি পালিত হয়। ঘটনাস্থলে সকাল ১১টার সময় ডোমকল থানার পুলিশ এসে উপস্থিত হয়।

তবে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে, যখন তৃণমূলের গড়াইমারী অঞ্চল প্রধান মিন্টু মণ্ডল এবং ঘোড়ামারা অঞ্চল প্রধান সৌরভ হোসেনের নেতৃত্বে তৃণমূলের কর্মীরা পরিকল্পিতভাবে এসডিপিআই-এর কর্মীদের উপর হামলা চালায়। তৃণমূলের বুথ মেম্বার নাইরুল মণ্ডল ও মিনজুর হাকিকুল ইসলামকে প্রকাশ্যে মারধর করে এবং এসডিপিআই কর্মীদেরও লাঞ্ছিত করা হয়। পুলিশ এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি হাকিকুল ইসলামকে টেনে-হিঁচড়ে থানায় নিয়ে যায়। এই সময়ে তাঁর পোশাক (পাঞ্জাবী) ছিঁড়ে ফেলা হয়।

এছাড়া ডোমকল বিধানসভা সভাপতি মিজানুর রহমান, সম্পাদক মাসুদুল হক এবং আরও ৮ জন কর্মী ও একজন মহিলাকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এসডিপিআই এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। গড়াইমারী অঞ্চলে জনস্বার্থে হাসপাতালের জরুরি পরিষেবা চালু এবং ৫ দফা দাবি পূরণ না করা হলে আগামী দিনে আরও বৃহৎ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হবে।

নির্যাতিতার জন্মদিনে পথে নামবেন বাবা-মা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: ৭ ফেব্রুয়ারি অভয়ার জন্মদিন। মেয়ের জন্মদিনে পথে নামার আবেদন করেছেন আর জি করের নির্যাতিতার বাবা-মা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও বার্তা পোস্ট করে আবেদন করেছেন তাঁরা। মেয়ের মৃত্যুর ৬ মাস পরেও বিচার মেলেনি। তাই ৬ মাস পর অভয়ার জন্মদিনে সাধারণ মানুষকে ফের পথে নামার ডাক দিয়েছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। ৯ অগাস্ট আর জি করের সেমিনার হল থেকে চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। ধর্ষণ-খুনে গ্রেফতার সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু জেলের নির্দেশ দিয়েছে শিয়ালদহ আদালত। কিন্তু তাঁর বাবা-মার

অভিযোগ এই খুনের সঙ্গে শুধু সঞ্জয় রায় একা জড়িত নন। আরও একাধিক ব্যক্তি জড়িত রয়েছে। ভিডিও বার্তায় অভয়ার মা বলেছেন মেয়ের মৃত্যুর ঠিক ৬ মাসের মাথায় তাঁর জন্মদিন। ৬ মাস কেটে গেলেও মেয়ের বিচার এখনও অধরা। ৯ ফেব্রুয়ারি যে বৃহত্তর পরিবার তাঁদের পাশে ছিলেন তাদেরকে ফের পথে নামোর আবেদন করেছেন।

প্রথম নজর

যুক্তরাষ্ট্রে দোকান থেকে ১ লাখ ডিম চুরি

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভানিয়া রাজ্যে চোরেরা এক মুদি দোকান থেকে ১ লাখের বেশি ডিম চুরি করে নিয়ে গেছে। যার মূল্য ৪০ হাজার ডলার। পুলিশ জানিয়েছে, গত ১ ফেব্রুয়ারি গ্রিনক্যাসলে পিট অ্যান্ড গেরি'স অর্গানিক্সের একটি লরির পিছনে এই ডাকাতি চালানো হয়। বার্ড ফ্লু মহামারীর মধ্যে ডিমের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে ডিম অপ্রত্যাশিতভাবে ব্যয়বহুল খাবারের তালিকায় পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। মার্কিন সরকারের তথ্য অনুসারে, গত বছরে ডিমের দাম ৬৫ শতাংশের বেশি বেড়েছে। দেশটির কৃষি বিভাগ পূর্বাভাস দিয়েছে, ২০২৫ সালে দাম প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। মঙ্গলবার আমেরিকান চেইন রেস্তোরাঁ 'ওয়াফেল হাউস' ডিমেন দাম বাড়ার কারণে গ্রাহকদের কাছ থেকে বাড়তি দাম রাখছে। রেস্তোরাঁটি জানিয়েছে, ডিমের দামের অভূতপূর্ব বৃদ্ধির কারণে গ্রাহকদের বাড়তি চার্জ দিতে হচ্ছে। কৃষি বিভাগের মতে, বার্ড ফ্লু মহামারী ২০২২ সালে শুরু হয়েছিল এবং সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। সংস্থাটি উল্লেখ করেছে, শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসেই দাম ৮ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভাগের তথ্য থেকে আরো দেখা গেছে, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এক কার্টন ডিমের গড় দাম ছিল ২ দশমিক ৫১ ডলার এবং এক বছর পরে তা পৌঁছেছে ৪ দশমিক১৫ ডলারে। এই বৃদ্ধির ফলে কিছু দোকানের তাক খালি পড়ে রয়েছে বলে জানা গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে পাখি, গবাদি পশু এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে বার্ড ফ্লু মহামারী দেখা দিয়েছে, যদিও মানুষের মধ্যে এর সংক্রমণ খুবই বিরল।

মায়া গাজাল: শরণার্থী থেকে বিমানের ককপিটে

আপনজন ডেস্ক: নানা ধরনের সংকট ও সমস্যায় ঘেরা শরণার্থীদের জীবন। কিন্তু এর পরও থেমে থাকে না তাদের জীবন, তাদের স্বপ্নযাত্রা। অনেকেই সব বাধা অতিক্রম করে পৌঁছে যায় সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায়। তেমন একজন সিরিয়ার মায়া গাজাল। তিনি প্রথম শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাজ্যে পাইলটের (বিমানচালকের) লাইসেন্স লাভ করেছেন। তাঁর লক্ষ্যপূরণের এই পথে ছিল নানা প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা। সিরিয়ার আকাশ থেকে যুক্তরাজ্যের আকাশে মায়ার এই উড্ডয়ন কেবল ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং এটা স্বপ্নপূরণে নারীর শক্তি ও দৃঢ়তার প্রমাণও। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে সে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করেছে। মায়া সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং এখানেই তাঁর শৈশব কাটে। ২০১৫ সালে তাঁর পরিবারকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। তখন মায়ার বয়স ১৬ বছর। নতুন দেশে নতুন এই শরণার্থী এক কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়। যুক্তরাজ্যের পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া মায়ার জন্য মোটেই সহজ ছিল না। তাঁর সঙ্গে ছিল শরণার্থী হওয়ার কারণে নানা বৈষম্য। তিনি এই সব সমস্যাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। সবার আগে ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। মায়া লন্ডনের অ্যানোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ভর্তি হন। এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছিল তাঁর স্বপ্ন জয়ের পথচলা। তিনি কখনোই তাঁর স্বপ্নের পথ ছেড়ে যাননি এবং ছেড়ে যাওয়ার চিন্তাও করেননি। কয়েক বছরের প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া এবং প্রশিক্ষণের পর ২০১৯ সালে মায়া প্রথম সিরীয় শরণার্থী হিসেবে পাইলটের লাইসেন্স লাভ করেন। এর পরও তাঁর সাধনা থেমে নেই। তিনি তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়াতে অব্যাহত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে তিনি একজন পেশাদার ও বাণিজ্যিক পাইলট হতে চান।মায়া চান তাঁর সাফল্যের অংশীদার হোক অন্য শরণার্থীরাও। তিনি শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করেন। জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআরসহ বিভিন্ন শরণার্থীবিষয়ক সংস্থার সঙ্গে কাজ করেছেন। শরণার্থীরা যেসব সমস্যা ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় সেসব বিষয়ে তাদের সতর্ক করেন মায়া। মায়া তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি পাচ্ছেন আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও। তিনি শরণার্থীবিষয়ক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও সভায় তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে। যেমন–তিনি দাভোসে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামে শরণার্থী, শিক্ষার গুরুত্ব ও যুব ক্ষমতায়নের ওপর বক্তব্য দেন। তিনি ২০২১ সালে ইউএনএইচসিআরের গুডউইল অ্যাম্বাসাডর মনোনীত হন। মায়া গাজাল শরণার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের জন্য শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করা আবশ্যক মনে করেন। তিনি শরণার্থী সমস্যার সমাধানে যুব উন্নয়নে বৃদ্ধি এবং তাদের সঙ্গে ইতিবাচক আচরণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কুরআন পোড়ানো ব্যক্তিকে শাস্তি দিল সুইডেন

আপনজন ডেস্ক: ইসলামবিরোধী এক অ্যাক্টিভিস্টকে সোমবার স্থগিত শাস্তি এবং জরিমানা করেছে সুইডেনের আদালত। ঘৃণা ছড়ানোর মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর এই শাস্তি দেয়া হয় তাকে।
সুইডেনের নাগরিক সালওয়ান নাজিমকে 'চারবার মুসলমান জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশের দায়ে' দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে বলে স্টকহোমের জেলা আদালত জানিয়েছে। নাজিমের সহপ্রচারক সালওয়ান মোমিকা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কুরআন পোড়ানোয় জড়িত ছিলেন। গত সপ্তাহে গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান তিনি। এমন এক সময় তিনি নিহত হন, যখন তার বিরুদ্ধে করা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণার সময় হয়েছিল। স্টকহোমের আদালত জানিয়েছে যে, নাজিম এবং মোমিকা দুইজনই কুরআন অপবিত্র করা এবং ইসলাম, এর প্রতিনিধি ও মসজিদের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সুইডেনের ডগেস নিয়েতে পত্রিকা লিখেছে, 'আদালতের যুক্তি হচ্ছে, কুরআন পোড়ানোর ঘটনা পরিষ্কারভাবে বস্তুনিষ্ঠ বির্তক এবং সমালোচনার সীমা অতিক্রম করেছে।'
এভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ঘৃণা ছড়ানো হয়েছে বলেও আদালত জানিয়েছে। প্রধান বিচারক গিউরান ল্যুন্ডল এক বিবৃতিতে বলেন, যদিও বাকস্বাধীনতার কাঠামোর মধ্যে ধর্মের সমালোচনার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু তা 'কাউকে যেকোনো কিছু বলার বা করার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দেয় না যা সেই বিশ্বাসী গোষ্ঠীকে পীড়া দেয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি করে'।
সুইডেনের বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছে। বিবৃতিতে লেখা আছে, 'কোনো জাতি বা গোষ্ঠীর মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টির অপরাধ বাকস্বাধীনতাকে সীমিত করে। তাই শাস্তিমূলক বিধানের প্রয়োগ সীমাবদ্ধভাবে করতে হবে।'
বার্তাসংস্থা রয়টার্সের কাছে নাজিমের আইনজীবী বলেছেন, 'আমার মক্কেল মনে করেন, তার বক্তব্য ধর্মের সমালোচনার সুযোগের মধ্যে পড়ে, যা বাকস্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।'
সুইডেনে ২০২৩ সালে কুরআন পোড়ানোর ঘটনা বাকস্বাধীনতা এবং ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোর স্বাধীনতার ধরন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি করে। অনেক আরব এবং মুসলিম দেশ কুরআন পোড়ানোর নিন্দা জানায় এবং সুইডেনের সাথে সেসব দেশের সম্পর্কে চিড় ধরে।
মোমিকা এবং তার 'সহ-প্রতিবাদকারী' সালওয়ান নাজিমের বিরুদ্ধে গত আগস্ট মাসে একটি জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়। চার্জশিটে বলা হয়, তিনি কুরআনে আগুন দেয়াসহ একাধিকবার ধর্মগ্রন্থটির অবমাননা করেছেন। এসব করার সময় মুসলমানদের জন্য মর্যাদাহানিকর নানা মন্তব্যও করেছেন তিনি। একবার স্টকহোম মসজিদের সামনে প্রতিবাদের আয়োজন করেন মোমিকা।

তিউনিশিয়া-লিবিয়া সীমান্তে অভিবাসীরা বিক্রি হয় 'পণ্যের মতো'

আপনজন ডেস্ক: উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়া সীমান্তে অভিবাসীদের ঘিরে বেআইনি ব্যবসা নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে গবেষকদের একটি যৌথ দল। প্রতিবেদনটি ২৯ জানুয়ারি ইউরোপীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। রিসার্চ অ্যান্ড রিসার্চারস বা আরআরএক্স নামের অজ্ঞাতপরিচয় গবেষকদের একটি দল এই নথিটি তৈরি করেছে। ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য অনুসারে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিউনিশিয়া ও লিবিয়া কর্তৃপক্ষ সীমান্তে আসা পুরুষ, নারী ও শিশু অভিবাসীদের নিয়ে ব্যবসা করে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অবৈধ অভিবাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে তিউনিশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছে। ২০২৩ সালের জুন থেকে ২০২৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত তিউনিশিয়া থেকে লিবিয়ায় পুশব্যাকের শিকার সাব-সাহারা আফ্রিকার ৩০ অভিবাসীর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পুরো প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধ, নির্বিচারে আটক, জাতিগত বৈষম্য, জাতিগত ঘৃণার প্ররোচনা, জোরপূর্বক অন্তর্ধান, নির্যাতন ও অমানবিক আচরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা।
তিউনিশিয়ার সরকার এসব অভিযোগের ব্যাপারে কোনো জবাব দেয়নি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে তিউনিশিয়ার প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদের বর্ণবাদী বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দেশটিতে বেড়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর সহিংসতার ঘটনা।
ইনফোমাইগ্রেন্টস মরুভূমিতে বিতাড়নের শিকার অভিবাসীদের কাছ থেকে নিয়মিত বিভিন্ন সাক্ষ্য সংগ্রহ করে আসছে।
আরআরএক্স গবেষক দলের প্রতিবেদন অনুসারে, সীমান্তে অভিবাসীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ভাবে ৪০ থেকে ৩০০ দিনার পর্যন্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও জ্বালানির বিনিময়েও অভিবাসীদের সঙ্গে বেআইনি ব্যবসা করে কর্তৃপক্ষ।
গবেষকেরা বলেছেন, তারা সাক্ষাৎকারদাতাদের কাছ থেকে টাকা বা অর্থ প্রদানের বিভিন্ন উপায়ের বর্ণনা পেয়েছেন। বিভিন্ন সহিংস প্রেক্ষাপটে এবং রাতে অর্থের লেনদেন করতে বাধ্য হতেন ঝুঁকিতে পড়া অভিবাসীরা।
এক অভিবাসী প্রতিবেদনে বলেন, 'তারা আমাদের পণ্যের মতো বিক্রি করে দিয়েছিল। তিউনিশিয়ার সেনারা আমাদের সীমান্ত পার হতে এবং লিবিয়া পুলিশের ভ্যানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলেছিল। বিক্রি হওয়া বন্দিদের মধ্যে পুরুষ, নারী (যাদের মধ্যে কেউ কেউ গর্ভবতী ছিলেন), দম্পতি, শিশু ও অভিভাকহীন অপ্রাপ্তবয়স্করাও রয়েছে। একজন অভিবাসী বলেন, 'নারীদের বাজারমূল্য ছিল বেশি।'
লিবিয়ার মাটিতে পৌঁছনোর পর অনিয়মিত অভিবাসীদের কয়েক দিনের জন্য মরুভূমির বিভিন্ন কারাগারে আটকে রাখা হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে তাদের লিবিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত অবৈধ অভিবাসন দমন বিভাগ (ডিসিআইএম) পরিচালিত সরকারি আটককেন্দ্রে পাঠানো হয়।
প্রতিবেদনে সাক্ষ্য দেওয়া অভিবাসী মুসাকে লিবিয়ার উত্তরে তিউনিশিয়ার সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে আল আসাহ কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। সীমান্তে অভিবাসীদের এই 'বিক্রয়'প্রক্রিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে সংঘটিত হয় লিবিয়ার জেলে। জেলে বন্দিদের পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণের অর্থ দাবি করা হয়। ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ইইউ তিউনিশিয়ার সঙ্গে একটি 'কৌশলগত অংশীদারি' চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এর আওতায় অনিয়মিত অভিবাসন মোকাবেলায় ১০ কোটি ইউরো অর্থ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। অধিকারকর্মীরা নিয়মিত লিবিয়া ও তিউনিশিয়া কর্তৃপক্ষের অবৈধ কার্যক্রমের নিন্দা জানিয়ে আসছে।

সুইডেনে স্কুলে গুলি, নিহত ১০

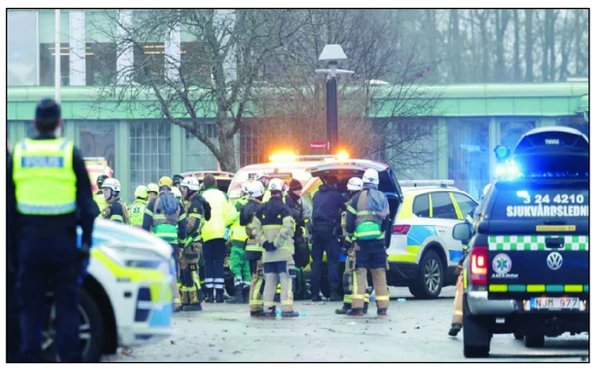

আপনজন ডেস্ক: সুইডেনের ওরেব্রো শহরে একটি স্কুলে গুলিবর্ষণের ঘটনায় ১০ জন নিহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে পাঁচজন আহত হয়েছে জানা গেলেও ক্রমেই মৃতের সংখ্যা বাড়ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। নিহতদের মধ্যে একজন আততায়ী বলে পুলিশ নিশ্চিত করেছে। মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে ১২টার কিছু পরে ওরেব্রোতে একটি স্কুল ভবনে সন্দেহজনক গুলিবর্ষণের ঘটনার খবর পুলিশ জানতে পেরে ওরেব্রুর পশ্চিম হগা এলাকার স্কুল ক্যাম্পাসটি ঘিরে ফেলে এবং পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময় হয়, যা এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত চলছিল।
সুইডিশ জাতীয় সন্ত্রাস দমনের জন্যএ স্পেশাল বাহিনীও রাজধানী স্টকহোম থেকে এসে যোগ দেয়। বিকেল সাড়ে ৪টা দিকে পুলিশের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছিল যে, মোট পাঁচজন গুলিবিদ্ধ হয়েছেন যাদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের মধ্যে একজন মারা যায়, যে আততায়ী হিসেবে শনাক্ত হয়।
পুলিশ অফিসার রবার্তো ফরেস্ট তখন বলেন, বেশ কয়েকজন আহত ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ক্যাম্পাসের ভেতরে পাওয়া গেছে এবং আহতদের মধ্যে একজনকে আততায়ী হিসাবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে পরে মারা গেছে। সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, ঘটনাটিকে একটি চলমান গুরুতর সহিংস অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে সারা সুইডেন থেকে একাধিক পুলিশ ইউনিটসহ স্পেশাল ফোর্সকে ডেকে আনা হয় এবং সারা শহরে তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়।
পুলিশের মুখপাত্র লার্স হেডেলিন জনসাধারণকে নিরাপদ অবস্থানে সরে যেতে নির্দেশ দেন এবং অভিযান চলমান বলে জানান। কিন্তু সন্ধ্যা গড়ানোর পর পরই পাওয়া যায় ভিন্ন চিত্র। একে একে লাশের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং তা সর্বশেষ দশজনে গিয়ে পৌঁছায়। তবে, পুলিশ কর্তৃক জানা যায়, মৃতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে। এই খবরে শান্তিপ্রিয় দেশ সুইডেনে নেমে আসে শোকের ছায়া এবং রাজধানী স্টকহোমে সরকার এক জরুরি বৈঠকে বসে এবং সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনের কথা রয়েছে।
সুইডেনের রাজা কার্ল ষোড়শ গুস্তাফ এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, 'দুঃখ ও হতাশার সঙ্গে তিনি এবং রাজপরিবারের বাকি সদস্যরা ওরেব্রোতে হামলার তথ্য পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা আজ রাতে নিহতদের পরিবার এবং বন্ধুদের প্রতি আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। এই সময়ে আমাদের ভাবনাগুলো আহত, নিহত এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত সবার প্রতি নিমিত্ত। এই অন্ধকার দিনে মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং সুরক্ষার জন্য নিবিড়ভাবে কাজ করা পুলিশ, উদ্ধারকারী এবং চিকিৎসা কর্মীদের প্রতি আমি এবং আমার পরিবার আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই'।
ওরেব্রোতে সহিংসতার ঘটনাটি সুইডিশ রাজনীতিবিদদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। 'সুইডেনের জন্য আজ এক বেদনাদায়ক দিন। নিজের জীবনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে শ্রেণিকক্ষে সীমাবদ্ধ থাকা এমন একটি দুঃস্বপ্ন, যা কাউকেই অনুভব করতে হবে না,' বলে এক বিবৃতিতে বলেন সুইডেনের প্রধানমন্ত্রী উল্ফ ক্রিস্টারসন। সুইডিশ সরকার পুলিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছে এবং ঘটনাকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।
অভিযান এখনো চলছে এবং জনসাধারণের জন্য পুলিশের তথ্য অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টারসন আরো বলেন, 'আমার আহবান হলো, কীভাবে এই অপরাধগুলো ঘটেছে তার তদন্ত করা।' বিরোধী জোটের নেত্রী ম্যাগডালেনা অ্যান্ডারসন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, তাদের আত্মীয়স্বজন এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশ কর্মকর্তাদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে বলেন, 'এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে জনসাধারণ এখন পুলিশ এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশাবলী অনুসরণ করে।'
সন্ধ্যায় বেশ কিছু পুলিশ ওরেব্রো শহরের একটি ঠিকানায় অভিযান চালায়। স্থানীয় সংবাদপত্রের মতে জানা যায় যে, অভিযানের সময় স্নাইপাররা কাছের একটি বিপরিতমুখি দালানের ছাদে অবস্থান করছিল। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের চারপাশের কর্ডন করে রাখা হয়েছিল এবং প্রায় ১০ জন সাদা পোশাকের পুলিশ অফিসার এলাকাটি পাহারায় নিয়োজিত ছিল। ভবনটির পাশ দিয়ে যাওয়া একজন পথচারী মিডিয়াকে জানায় যে, তিনি কয়েক শ মিটার দূরে একটি বিকট শব্দ শুনতে পেয়েছেন। সশস্ত্র পুলিশ যখন মই দিয়ে একটি ভবনের ভেতর প্রবেশের চেষ্টা করছিল, তখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় দৈনিক নেরিকেস আলেহান্ডার সাংবাদিকরাও একটি বিকট শব্দ শুনতে পেয়েছেন বলে জানায়। তবে বাড়িটির বাইরে থেকে কোনো ধরনের দৃশ্যমান বস্তুগত ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়নি। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছিল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বিশ্ববিখ্যাত দানবীর আধ্যাত্মিক নেতা আগা খানের জীবনাবসান

আপনজন ডেস্ক: বিশ্ববিখ্যাত আধ্যাত্মিক নেতা, দানশীল ব্যক্তি এবং ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা প্রিন্স করিম আগা খান ৮৮ বছর বয়সে মারা গেছেন। প্রিন্স করিম আগা খান ছিলেন শিয়া ইসলামের ইসমাইলি সম্প্রদায়ের ৪৯তম বংশগত ইমাম। ১৯৫৭ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে দাদার স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন তিনি। স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) তার দাতব্য সংস্থা আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (একেডিএন) এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুর সংবাদ নিশ্চিত করেছে। সংস্থাটি তাদের এক বিবৃতিতে বলেছে, 'তিনি পর্তুগালের লিসবনে শান্তিপূর্ণভাবে ইন্তেকাল করেছেন।'
আগা খান ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, তারা মহামান্যের পরিবার এবং বিশ্বব্যাপী ইসমাইলি সম্প্রদায়ের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করছে। তারা আরো জানিয়েছে, 'আমরা আমাদের অংশীদারদের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। বিশ্বজুড়ে ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার চেষ্টা করছি, যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন। ' মুসলিম সম্প্রদায় ইসমাইলিদের বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ, যার মধ্যে পাকিস্তানে ৫ লাখ। ভারত, আফগানিস্তান এবং আফ্রিকাতেও বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে। প্রিন্স করিম আগা খান সুইজারল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব ছিল এবং তিনি ফ্রান্সের একটি চ্যাটোতে বসবাস করতেন। ব্রিটেনের রাজা তৃতীয় চার্লস এবং তার প্রয়াত মা রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন আগা খান। রাজা তৃতীয় চার্লসকে এই সমাজসেবীর মৃত্যুর খবর জানানো হয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘদিনের ব্যক্তিগত বন্ধুর এই মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত রাজা চার্লস। তিনি আগা খানের পরিবারের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখছেন। আগা খানের দাতব্য সংস্থা শত শত হাসপাতাল, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রকল্প পরিচালনা করে, মূলত উন্নয়নশীল বিশ্বে। তিনি পাকিস্তানের করাচিতে আগা খান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া হার্ভার্ড ও এমআইটির যৌথ উদ্যোগে আগা খান প্রোগ্রাম ফর ইসলামিক আর্কিটেকচার চালু করেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের সংরক্ষণেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, বিশেষ করে দিল্লির ঐতিহাসিক হুমায়ুনের সমাধির সংস্কারে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ রাজপুত্রকে দূরদর্শিতা, বিশ্বাস এবং উদার মানুষ এবং অসাধারণ একজন নেতা হিসেবে বর্ণনা করে শ্রদ্ধা জানান।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫১মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৩৩মি.

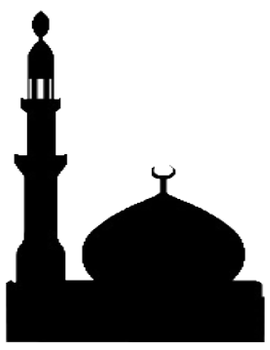

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫১	৬.১৩
যোহর	১১.৫৬	
আসর	৩.৫১	
মাগরিব	৫.৩৩	
এশা	৬.৪৪	
তাহাজ্জুদ	১১.১২	

ইউক্রেনে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, নিহত ৫

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মঙ্গলবার ইউক্রেনের ইজিউম শহরে পাঁচজন নিহত ও ৫০ জন আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। ২০২২ সালে রাশিয়া অস্থায়ীভাবে এই শহর দখল করেছিল।
হামলার পর ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি বলেন, 'এই নিষ্ঠুরতা মেনে নেওয়া অসম্ভব।' তিনি মস্কোর বিরুদ্ধে আরো কঠোর পদক্ষেপ নিতে মিত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।

ফিলিস্তিনিদের অন্যত্র সরিয়ে গাজার 'দখল' নিতে চান ট্রাম্প

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনিদের অন্যত্র সরিয়ে গাজার দখল নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, আমেরিকা গাজা উপত্যকা দখল করবে এবং এটি নিয়ে কাজ করব আমরা। আমরা গাজার মালিক হব এবং উপত্যকাটিতে থাকা সব বিপজ্জনক অবিস্ফোরিত বোমা এবং অন্যান্য অস্ত্র ভেঙে ফেলা হবে, এলাকা সমতল করা হবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনগুলো অপসারণ করব।
স্থানীয় সময় মঙ্গলবার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ট্রাম্প।
এরআগে ওয়াশিংটন ডিসিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করেন নেতানিয়াহু।
গাজার নিরাপত্তা শূন্যতা পূরণের জন্য তিনি মার্কিন সেনা পাঠাতে ইচ্ছুক কিনা জানতে চাইলে, ট্রাম্প তা উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেন, গাজার ক্ষেত্রে, আমরা যা প্রয়োজন তা করব। যদি প্রয়োজন হয়, আমরা তা করব।
আমরা এলাকাটি দখলে নিয়ে উন্নয়ন করতে যাচ্ছি।
ট্রাম্প বলেন, আমি একটি দীর্ঘমেয়াদি মালিকানার অবস্থান দেখতে পাচ্ছি এবং আমি দেখতে পাচ্ছি, এটি মধ্যপ্রাচ্যের সেই অংশে, এমনকি সম্ভবত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যেও দুর্দান্ত স্থিতিশীলতা বয়ে আনবে।

ট্রাম্প-নেতানিয়াহু বৈঠকের প্রতিবাদে ওয়াশিংটনে বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলেন, তখন হোয়াইট হাউসের বাইরে শত শত মানুষ বিক্ষোভ করছিলেন। তারা গাজার জনগণের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে বলছিলেন, "ফিলিস্তিন বিক্রির জন্য নয়"।
ওয়াশিংটন ডিসিতে মঙ্গলবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় এই বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। নেতানিয়াহুর মার্কিন সফর এবং ট্রাম্প প্রশাসনের ইসরায়েলের প্রতি অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের দাবিতে এই প্রতিবাদ হয়।
ট্রাম্প সম্প্রতি গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের স্থায়ীভাবে উচ্ছেদ করার এবং যুক্তরাষ্ট্রের গাজা দখল করার পরিকল্পনার কথা বলেছেন, যা আন্তর্জাতিকভাবে ব্যাপক নিন্দার সম্মুখীন হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা "ফ্রি প্যালেস্টাইন" বলে স্লোগান দেন এবং ইসরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দা জানান। বিক্ষোভের অন্যতম সংগঠক মাইকেল শার্টজার বলেন, "আমরা আমাদের করের অর্থ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে দিতে চাই না।" তিনি ট্রাম্পের গাজা উচ্ছেদ পরিকল্পনাকে "পাগলামি" বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, "ফিলিস্তিনিরা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে কোথাও যাবে না।"
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া সকিয়া আহমাদ, একজন ইরানি-মার্কিন বিক্ষোভকারী, বলেন, "নেতানিয়াহু আসলে একজন যুদ্ধাপরাধী, যার জায়গা হোয়াইট হাউসে নয়, দ্য হেগের আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে।"

বইমেলায় প্রকাশিত হল
খাজিম আহমেদ-এর
অনন্য গ্রন্থ

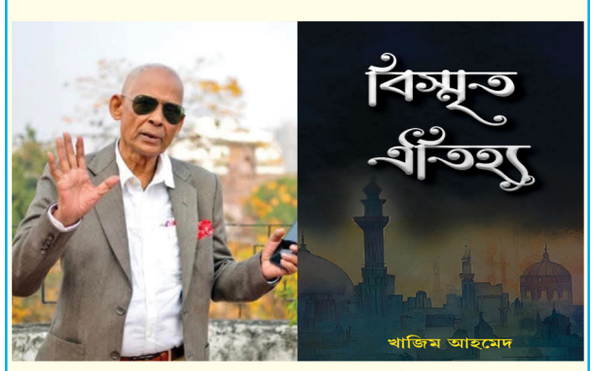

পাওয়া যাচ্ছে কলকাতা বইমেলায়
আপনজন পাবলিকেশন
আপনজন
বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র Daily APONZONE
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর www.aponzonepatrika.com
কলকাতা বইমেলায় স্টল নং:
৪০০
৭ ও ৮ নম্বর গেটের কাছে

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা, ২৩ মাঘ ১৪৩১, ৭ শাবান ১৪৪৬ হিজরি

বাস্তুতন্ত্র

প্রবাদ রহিয়াছে, অমঙ্গলকে উড়াইয়া দিয়ো না, তাহা মঙ্গলসমেত উড়িয়া যাইবে। ফসলের রোগ-বালাই ও ক্ষতিকর কীট দমনে সারা বিশ্বেই বালাইনাশক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু আমাদের দেশে বিবিধ বালাইনাশকের ব্যবহার মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিছুদিন পূর্বে 'নেচার' পত্রিকার একটি গবেষণা নিবন্ধে বলা হইয়াছে, পৃথিবীর অনেক এলাকায় কীটপতঙ্গের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের পথে। যেই সকল জায়গায় এই সংকট অনেক বেশি, সেইখানে কীটপতঙ্গের পরিমাণ ৫০ শতাংশের মতো কমিয়া গিয়াছে। আর কীটপতঙ্গের প্রজাতির সংখ্যা কমিয়াছে ২৭ শতাংশ।

গবেষকরা ইতিপূর্বে জানাইয়াছেন যে, স্থানীয় বাস্তুতন্ত্রে পরাগায়ন এবং খাদ্য উত্পাদনে পোকামাকড়ের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে, সেই বিবেচনায় ইহা বলা অত্যুক্তি হইবে না—পোকামাকড় ধ্বংস হইয়া গেলে বা কমিয়া গেলে জনস্বাস্থ্য এবং আমাদের খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়িবে। ইতিপূর্বে যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক ডেভ গলসন বলিয়াছেন যে, আমাদের ফসলের তিন-চতুর্থাংশের উত্পাদন নির্ভর করে কীটপতঙ্গের উপর। সুতরাং কীটপতঙ্গ কমিয়া গেলে ফসল উত্পাদন কমিতে শুরু করিবে। প্রকৃত অর্থে, পোকামাকড় যদি দুনিয়ায় না থাকে, তাহা হইলে আট শত কোটি মানুষকে খাওয়াইবার মতো ফসল উত্পাদিত হইবে না। আরো উদ্বেগজনক বিষয় হইল, কীটপতঙ্গের সংখ্যা কমিয়া যদি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছায় যে, সেইখান হইতে আর স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ফেরা সম্ভব নহে, তাহা হইলে ক্ষতি কতটা বড় হইবে—সেই ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা এখনো তল খুঁজিয়া পাইতেছেন না। তবে বিজ্ঞানীরা ইহা জানেন যে, এই ক্ষতি কেবল কীটপতঙ্গের প্রজাতি ধ্বংসের মধ্যে থামিয়া থাকিবে না। শেষ পর্যন্ত একটা বিপর্যয়কর পরিণতি ডাকিয়া আনিবে কমবেশি। বিজ্ঞানীরা ইহাও বলিতেছেন, জলবায়ুসংকটের সঙ্গে ভূমির অতি ব্যবহার মিলিয়া বিপদ দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। কৃষি উত্পাদন বাড়াইতে প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংসের ঘটনা স্থানীয় জলবায়ুকে নাটকীয়ভাবে বদলাইয়া দিতে পারে। ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে সারা বিশ্বে ইনসেকটিসাইডের (কীটনাশক) গড় ব্যবহার মাত্র ২২ শতাংশ। উদ্বেগের বিষয় হইল, বালাইনাশকের এমন ভারসাম্যহীন ব্যবহার প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যের জন্য হুমকির পাশাপাশি কৃষকের স্বাস্থ্যঝুঁকিরও কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। দেশের শস্যখেতে ৬০৭ ধরনের পোকা দেখা যায়। ইহার মধ্যে মাত্র ২৩২টি বা ৩৮ শতাংশ পোকা ফসলের জন্য ক্ষতিকর। বাকি ৬২ শতাংশ কীটপতঙ্গ বা পোকা ফসলের জন্য সরাসরি বা পরোক্ষভাবে উপকারী। ইহার মধ্যে ১৮৩টি, অর্থাত্ ৩০ শতাংশের বেশি পোকা সরাসরি ফসলের জন্য উপকারী। অন্যদিকে ১৯২টি পোকা ক্ষতিকর পোকা খাইয়া বা পরজীবী ও পরভোজী হিসাবে ফসলের উপকার করিয়া থাকে। কিন্তু নির্বিচার কীটনাশকের ব্যবহারে উপকারী এইসব পোকাও ধ্বংস হইয়া যায়।

কীটনাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে বৈধ ব্যবহার একটি অতি জরুরি বিষয়। বৈধ ব্যবহার নিশ্চিতে মূলত কীটনাশকটি রোগ-বালাইয়ের জন্য একান্তই প্রয়োজনীয় কি না, পারিপার্শ্বিকতা ও রোগ-বালাইয়ের ধরন বিবেচনা করিয়া কতটুকু ও কখন ব্যবহার করা দরকার, ফসল সংগ্রহের পর অবশিষ্টাংশের মাত্রা খাদ্যে বা পরিবেশের ক্ষতি করিতে পারে কি না—প্রভৃতি বিষয় গুরুত্বের সহিত বিবেচনায় লইতে হয়। বলিবার অপেক্ষা রাখে না, উন্নত দেশগুলিতে এই সকল বিষয় যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়। কিন্তু দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের নজরদারি ও সচেতনতার অভাবে আমাদের দেশে কীটনাশকের বৈধ ব্যবহারের নীতিমালা সঠিকভাবে পালন করা হয় না। দেখা যাইতেছে, শস্য আবাদ এবং পোকা দমনে ভুল পদ্ধতি প্রয়োগের কারণেই কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহার বাড়িতেছে। পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রকৃতির পাশাপাশি কৃষকের স্বাস্থ্যঝুঁকিও বৃদ্ধি পাইতেছে। কীটনাশক মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে নদী-নালা ও অন্যান্য জলাধারে এখন আগের মতো ছোট মাছ পাওয়া যায় না। ব্যাহত হইতেছে মানুষের জন্যও নিরাপদ ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্যের সংস্থান। সুতরাং জনস্বাস্থ্য ও বাস্তুতন্ত্র উভয়ের সুরক্ষার জন্যই কীটনাশক ব্যবহারে সচেতনতা সংশ্লিষ্ট মহলের সর্বস্তরে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

.....

দিল্লিতে ভোট শুরু, আম আদমি ও বিজেপির নজর কেন কংগ্রেসের দিকে

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে গতকাল মঙ্গলবারও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজ বুধবার সকাল থেকেই আকাশ ঝকঝকে। সেই রোদ-ঝলমলে আবহে উৎসবের মেজাজে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে দিল্লি বিধানসভার ভোট। সাম্প্রতিক কালে রাজধানী-রাজ্যের কোনো বিধানসভার ভোট এত আগ্রহ সঞ্চার করেনি। লিখেছেন **সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়...**

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে গতকাল মঙ্গলবারও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু আজ বুধবার সকাল থেকেই আকাশ ঝকঝকে। সেই রোদ-ঝলমলে আবহে উৎসবের মেজাজে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে দিল্লি বিধানসভার ভোট। সাম্প্রতিক কালে রাজধানী-রাজ্যের কোনো বিধানসভার ভোট এত আগ্রহ সঞ্চার করেনি।

আগ্রহ সত্ত্বেও দিল্লিতে ভোটদানের হার বরাবরই অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কম। এবারও তার অন্যথা হয়নি। আজ সকাল ৭টায় ভোট শুরু হয়ছে। সকাল ৯টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৮ দশমিক ১ শতাংশ। সকাল সকাল ভোট দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাহুল গান্ধী দুজনেই জনগণকে ভোটাধিকার প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন।

আগ্রহের একটা কারণ যদি হয়ে থাকে আম আদমি পার্টির (আপ) কবজা থেকে দিল্লিকে মুক্ত করতে বিজেপির ধনুর্ভঙ্গপণ, অন্য কারণ রাজ্য রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখতে 'ইন্ডিয়া'র শরিক আপের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের কোমর কষে নামা। এ দুই কারণে ভোটের চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিমুখী। সেই চরিত্র দিল্লিতে দীর্ঘ ২৭ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকা বিজেপিকে আশান্বিত করে তুলেছে। তাদের আশাবাদী হওয়ার কারণ, কংগ্রেসের ভোটব্যাংক লুট করেই আপের মাথাচাড়া দেওয়া।

কংগ্রেসের বেশি ভোট পাওয়া মানে আপের ভোটে ভাগ বসানো। ভোটের পাটিগণিতের হিসাবটা ওখানেই। কিন্তু সেখানেই রয়েছে আরও এক প্রশ্ন, কংগ্রেস কতটা ভোট টানতে পারবে এবং কত বেশি পেলে আপের সঙ্গে বিজেপির প্রাপ্ত ভোটের ফারাকটা কমে যায়। ২০২০ সালের বিধানসভা ভোটের পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে, আপের প্রাপ্ত ভোটের হার ৫৪ শতাংশের মতো। তুলনায় বিজেপির ভোট ৪০ শতাংশের নিচে। কংগ্রেস পেয়েছিল সাড়ে ৪ শতাংশ ভোট। কংগ্রেস ১০ শতাংশ ভোট বাড়তি পেলে এবং বিজেপি ভোটের হার সামান্য বাড়াতে পারলে আপের সঙ্গে তারা একই কাতারে এসে যাবে। ফলে আপ ও বিজেপি দুই দলেরই নজর কংগ্রেসের প্রতি।

বিধানসভার এই চিত্র অবশ্য বদলে যায় লোকসভা ভোটের ক্ষেত্রে। সেই ভোটে বিজেপি সবাইকে ছাপিয়ে যায়। তাদের ভোট ৫৫-৫৬ শতাংশের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। এর অর্থ, ১০ বছর ধরে দিল্লির জনতা রাজ্য পরিচালনার ভার আপের হাতে রাখতে যেমন পছন্দ করছেন, তেমনই দেশের ভার তুলে দিতে চেয়েছেন নরেন্দ্র মোদির ওপর। প্রশ্ন হলো, এবার কি সেই ঐতিহ্যই বহাল থাকবে, নাকি রাজ্যেও পালাবদল ঘটবে।

পালাবদলের জন্য বিজেপির সবচেয়ে ধারালো হাতিয়ার দুর্নীতি। আন্না হাজারের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনের ঢেউয়ে ভেসে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উত্থান। অরাজনৈতিক আন্দোলনের শরিক হওয়া সত্ত্বেও কেজরিওয়াল গড়ে তোলেন তাঁর রাজনৈতিক দল আম আদমি পার্টি, ২০১২ সালে। এক বছর পর ২০১৩ সালের নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দিল্লিতে আপ ২৮টি আসন দখল করেছিল। বিজেপি পেয়েছিল ৩১টি, কংগ্রেস ৮।

কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গড়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেও ৪৯ দিনের বেশি কেজরিওয়াল সরকার চালাতে পারেননি। এক বছর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকার পর ২০১৫ সালের ভোটে আপ দখল করে ৬৭টি আসন, ৫ বছর পর ২০২০ সালে ৬২। বিজেপি পেয়েছিল যথাক্রমে ৩ ও ৮টি আসন। কংগ্রেস দুবারই শূন্য। সেই কেজরিওয়ালকে হারাতে বিজেপি এবার তাঁকেই দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে ময়দানে নেমেছে। একদিকে আবগারি (মদ) মামলা, অন্যদিকে ৪০ কোটি টাকা খরচ করে মুখ্যমন্ত্রীর আবাস নির্মাণ। এই জোড়া আক্রমণের মাঝে রয়েছে কেন্দ্র-মনোনীত উপরাজ্যপালের লাগাতার অসহযোগিতা। দিল্লিতে এমন প্রবল বিরোধিতার মোকাবিলা কেজরিওয়ালদের আগে করতে হয়নি।

কংগ্রেসের সমর্থনে সরকার গড়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেও ৪৯ দিনের বেশি কেজরিওয়াল সরকার চালাতে পারেননি। এক বছর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি থাকার পর ২০১৫ সালের ভোটে আপ দখল করে ৬৭টি আসন, ৫ বছর পর ২০২০ সালে ৬২। বিজেপি পেয়েছিল যথাক্রমে ৩ ও ৮টি আসন। কংগ্রেস দুবারই শূন্য। সেই কেজরিওয়ালকে হারাতে বিজেপি এবার তাঁকেই দুর্নীতিবাজ আখ্যা দিয়ে ময়দানে নেমেছে।

শুধু রাজনৈতিক বিরোধিতাই নয়, দিল্লিতে কেজরিওয়াল যেসব কারণে জনপ্রিয়, উন্নয়নের যে মডেল তিনি তুলে ধরে ভোট ভিক্ষা করে আসছেন, বিজেপিও এবার সেই পথে হেঁটে জনমুখী প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে দিয়েছে। আপের দানখয়রাত নীতির কঠোর সমালোচনা করে এলেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দানখয়রাতের দিকেই ঝুঁকেছেন। আপ নারীদের মাসে ২ হাজার ১০০ টাকা দেবে বলেছে, বিজেপি ও কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ২ হাজার ৫০০ টাকা। আপ গ্রাহকদের মাসে ২০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রি দিচ্ছে, বিজেপিও তা-ই দেবে বলেছে। কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতি ৩০০ ইউনিট। আপ যেসব সুবিধা চালু করেছে, বিজেপি প্রতিটি জারি রাখার কথা বলেছে। খয়রাতের এই অর্থনীতি রাজ্যগুলোর দেনার বহর মাত্রাছাড়া করে তুললেও সেই রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে রাজ্য হাতছাড়া করতে কেউ রাজি নয়। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের দানখয়রাতের কারণে দিল্লির গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারপিছু সরকারের খরচ মাসে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার রুপি।

এবারের ভোটে নজরকাড়া কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অবশ্যই রয়েছে নয়াদিল্লি। এই কেন্দ্র থেকে বিনা বাধায় জিতে আসছেন কেজরিওয়াল। এবার তাঁর চ্যালেঞ্জার বিজেপির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত সাহেব সিং ভার্মার পুত্র প্রভেশ। কংগ্রেসও খাড়া করেছে দিল্লির তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত শীলা দীক্ষিতের ছেলে সন্দীপকে। দক্ষিণ দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কের লাগোয়া কালকাজি কেন্দ্রে আপের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী আতিশিকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছেন বিজেপির সাবেক সংসদ সদস্য রমেশ বিধুরি ও নারী কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রী অলকা লাম্বা। বড় প্রশ্ন, আম আদমি পার্টি সরকার গড়ার মতো সংখ্যা অর্জন করলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন? আবগারি (মদ) মামলায় জামিনে মুক্তি পেলেও আদালতের নির্দেশ ছিল, কেজরিওয়াল সচিবালয়ে যেতে পারবেন না। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালে কোনো ফাইলে সইও করতে পারবেন না। ফলে সরকার চালাতে আতিশিকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি সরে এসেছিলেন। আপ জিতলে তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন—সে প্রশ্ন ইতিমধ্যেই প্রবলভাবে আলোচিত। পদত্যাগ করার সময় কেজরিওয়াল বলেছিলেন, জনতার রায় নিয়ে নতুন করে ফিরে আসবেন। আপের প্রচারণাতেও কেজরিওয়ালই তাদের মুখ্যমন্ত্রী মুখ। কিন্তু আদালতের নতুন নির্দেশ ছাড়া পারবেন কি তিনি চতুর্থবারের মতো মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে?

যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক বিমানে ফিরলেন নথিপত্রহীন ভারতীয় অভিবাসীরা

আপনজন: নথিপত্রহীন ভারতীয় অভিবাসীদের নিয়ে মার্কিন সামরিক বিমান আজ বুধবার দুপুরে পাঞ্জাবের অমৃতসর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নথিপত্রহীন অভিবাসীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর ঘোষণার পর সে দেশে বসবাসকারী নথিপত্রহীন ভারতীয়দের এটাই প্রথম প্রত্যাবর্তন। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশে ১ হাজার ১০০ নথিপত্রহীন ভারতীয় অভিবাসীকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল।

গতকাল মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস থেকে বিমানটি রওনা দিয়েছিল। বুধবার বেলা ২টায় সি-১৭ সামরিক বিমান অমৃতসরে অবতরণ করে। অমৃতসর বিমানবন্দরে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য পাঞ্জাব পুলিশকে আগে থেকেই সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে বিমানবন্দরে পুলিশি নিরাপত্তা ছিল যথেষ্ট। যাত্রীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়। তাঁদের প্রত্যেককে নিজ নিজ রাজ্যে যাওয়ার ব্যবস্থাও রাজ্য প্রশাসনের পক্ষে করা হয়।

কতজন অবৈধ অভিবাসীকে যুক্তরাষ্ট্র এই বিমানে ফেরত পাঠায়, তা নিয়ে অবশ্য বিভিন্ন গণমাধ্যম ভিন্ন তথ্য রয়েছে। পাঞ্জাবের সংবাদপত্র দ্য ট্রিবিউন ও এনডিটিভি সংখ্যাটি ২০৫ জানালেও দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদন হিসেবে এই সংখ্যা ১১৬। গণমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, অভিবাসীদের মধ্যে আছেন ৭৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, ২৫ জন নারী এবং ১২ জন কিশোর-কিশোরী। তাঁরা ছাড়া ওই সামরিক বিমানে ছিলেন ১১ জন বিমানকর্মী ও ৪৫ জন মার্কিন কর্তা।

বিমানবন্দরে দিল্লিতে নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাসের এক কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস আরও জানায়, অবৈধ অভিবাসীদের মধ্যে গুজরাটের বাসিন্দার সংখ্যা ৩৩, পাঞ্জাবের ৩০। বাকিরা হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, মহারাষ্ট্র ও উত্তর প্রদেশের বাসিন্দা। ঠিক কতজন ফেরত এলেন, সে বিষয়ে বিকেল পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছু জানানো হয়নি। পাঞ্জাব পুলিশের মহাপরিচালক গৌরব যাদব গণমাধ্যমকে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী বলবন্ত সিং মানের নির্দেশে বিমানবন্দরে ফেরত আসা ভারতীয়দের সব রকমের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়।

বাজেট ২০২৫: বৈষম্যের নীতিতে অনড় মোদি সরকার

পাশারুল আলম

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করলেন, যা স্পষ্টতই অর্থনৈতিক বৈষম্য বাড়ানোর পথে আরও এক ধাপ এগোল। যেখানে সাধারণ মানুষ মূল্যস্ফীতি, কর্মসংস্থানের অভাব এবং জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে দিশেহারা, সেখানে এই বাজেট কর্পোরেটদের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হয়েছে। অর্থনৈতিক অগ্রাধিকারের অভাব এবং নীতিগত দিশাহীনতার কারণে এই বাজেট শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর জন্য বড় ধাক্কা হয়ে এল।

কল্যাণমূলক ব্যয়ে কাঁচি, ধনীদের জন্য ছাড়

অর্থনীতির চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল মূল্যস্ফীতি এবং কর্মসংস্থানের সংকট। প্রত্যাশা ছিল সরকার ধনীদের উপর কর বাড়িয়ে সামাজিক খাতগুলিতে বিনিয়োগ করবে। কিন্তু বাস্তবে হয়েছে তার উল্টো। কল্যাণমূলক খাতে বরাদ্দ হ্রাস করা হয়েছে, যেখানে কর্পোরেটদের উপর কর বাড়ানোর কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ২০২৪-২৫ সালে কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল ২০.২২ লক্ষ কোটি টাকা, কিন্তু সংশোধিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৯.২৮ লক্ষ কোটি টাকা, যা প্রায় ৯৪,০০০ কোটি টাকা কম। এর অর্থ, সরকার বাজেট ঘোষণার সময় বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে তা বাস্তবায়িত হয়নি।

বিগত বছরে এমজিএনআরইজিএ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, গ্রামীণ পানীয় জল মিশন এবং শিক্ষাবৃত্তির মতো প্রকল্পগুলিতে অর্থ বরাদ্দ ব্যাপকভাবে কমানো হয়েছে। বিশেষত প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার বরাদ্দ এক ধাক্কায় ১৫,৬৮৪ কোটি টাকা থেকে ১,২৪২ কোটিতে নামিয়ে আনা হয়েছে, যা কৃষকদের জন্য বড় ধাক্কা।

কৃষি ও শ্রমজীবীদের প্রতি অবহেলা

ভারতের কৃষকদের জন্য এই বাজেট কোনো আশার আলো নিয়ে আসেনি। ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) নিয়ে কৃষকরা আন্দোলন করলেও সরকার বাজেটে এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেয়নি। কৃষি খাতে ভর্তুকি ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির বরাদ্দ কমানো হয়েছে, যা কৃষকদের সংকট আরও গভীর করবে।

একইভাবে শ্রমজীবী মানুষের ক্ষেত্রেও এই বাজেট আশানুরূপ কিছুই দেয়নি। গত এক বছরে দেশের বেকারত্ব হার বাড়লেও এই বাজেটে কর্মসংস্থান সৃষ্টি বা শ্রমজীবী মানুষদের সুরক্ষা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই। স্কিম কর্মী—আশা, আঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি উপেক্ষিত হয়েছে। শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরি হ্রাস এবং চাকরির অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

কর্পোরেটদের প্রতি পক্ষপাত এবং মধ্যবিত্তের সামান্য সান্ত্বনা

একদিকে সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণমূলক ব্যয় কমানো হচ্ছে, অন্যদিকে কর্পোরেট খাতের উপর করের বোঝা বাড়ানোর কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই।

বর্তমানে কর্পোরেট করের হার ব্যক্তি আয়করের তুলনায় অনেক কম। এমনকি আয়কর সংগ্রহ কর্পোরেট করের চেয়ে বেশি। তা সত্ত্বেও সরকার বড় ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে কর্পোরেট করের হার বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়নি। বরং মধ্যবিত্তদের জন্য কিছু আয়কর ছাড় দিয়ে ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে এই ছাড় বাস্তবিক অর্থে খুব সামান্য, কারণ মূল্যস্ফীতির কারণে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইতিমধ্যেই ব্যয়ের চাপে পিষ্ট।

বাজেট ঘাটতি মেটাতে জনসেবার কাঁটছাঁট

২০২৫-২৬ সালের বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারের ব্যয়ের বড় অংশই আগের ঋণের সুদ পরিশোধে যাচ্ছে। বাজেট ব্যয়ের প্রায় ৪০% কেবল ঋণের সুদ শোধে ব্যয় হচ্ছে, যা সরকারের আর্থিক সংকটকেই নির্দেশ করে। অথচ এই ঘাটতি পূরণ করতে কর্পোরেটদের উপর কর বাড়ানোর পরিবর্তে কল্যাণমূলক ব্যয় কমানোর পথ বেছে নেওয়া হয়েছে।

এটি সরকারের ভুল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রতিফলন, যেখানে ধনীদের সুবিধা বজায় রাখার জন্য গরিব ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বলি দেওয়া হচ্ছে। এই বাজেট মোদি সরকারের প্রকৃত নীতি স্পষ্ট করেছে—জনগণের কল্যাণ নয়, বরং কর্পোরেট মুনাফা বৃদ্ধিই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

পরিশেষে বলা যায়, ২০২৫ সালের বাজেট ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য আরও বাড়াবে, তা স্পষ্ট। কৃষক, শ্রমিক, নিম্নবিত্ত মানুষের দুর্দশা কমানোর বদলে সরকার ধনীদের স্বার্থরক্ষায় মনোযোগী হয়েছে। কল্যাণমূলক ব্যয় হ্রাস, কর্পোরেটদের বিশেষ সুবিধা এবং কর্মসংস্থানের অভাবে এই বাজেট দেশের বৃহৎ অংশের জনগণের জন্য এক হতাশাজনক দলিল হয়ে থাকল।

সরকার যদি অর্থনৈতিক বৈষম্য কমাতে চায়, তবে কর্পোরেটদের কর বৃদ্ধি, শ্রমজীবী মানুষদের সুরক্ষা এবং কৃষকদের ন্যায্য দাবির প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় এই বাজেট ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোকে আরও দুর্বল করে দেবে, যা দীর্ঘমেয়াদে প্রবৃদ্ধির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

প্রথম নজর

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে সেমিনার পঞ্চায়েতের উদ্যোগে

এহসানুল হক ● বাদুড়িয়া

আপনজন: মাধ্যমিক মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার আগে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হল। পাশাপাশি পরীক্ষা কিভাবে দেবে তারা তার জন্য বিশেষ টিপস প্রদান করা হলো। বুধবার সকাল ১১ টা নাগাদ বাদুড়িয়া বিধানসভা কেন্দ্রের যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রাম পঞ্চায়েত ও জঙ্গলপুর হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হলো ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষা সেমিনার ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এদিন যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্যের উদ্যোগে প্রায় ৫০০ জনের অধিক ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বিশেষ শুভেচ্ছা,মিষ্টি ও বিভিন্ন পরীক্ষার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যদুরহাটি উত্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জাহিদুল হক বৈদ্য, স্বনামধন্য ফুটবলার নাজিমুল হক সহ একাধিক বিশিষ্টজনেরা। শিক্ষা সেমিনারে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ পাঠদান করা হয়। এই সেমিনার থেকে মেয়েদেরকে বাল্যবিবাহ নিয়ে সচেতন করা হয়। বিভিন্ন সময় দেখা যায় মাধ্যমিকের পরে অল্প বয়সে ছাত্রীদের অভিভাবকরা বিয়ে দিয়ে দেন। পাশাপাশি তিনি জানান, কোন ছাত্র-ছাত্রী তাদের বাড়ি থেকে পরীক্ষার কেন্দ্র পর্যন্ত টাকার অভাবে কিংবা যেকোনো সমস্যায় যদি সম্মুখীন হয় তাহলে পঞ্চায়েতের তরফ থেকে তাদেরকে বাড়ি থেকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ,আবার বাড়ি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে পঞ্চায়েত। এদিন বিশিষ্ট ফুটবলার নাজিমুল হক বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা হল আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তোমরা বড় হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উন্নতি করবে।

ভুসপিটা মাদ্রাসায় শিক্ষা উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ইসলামপুর

আপনজন: দার্জিলিং-এর চোপড়া ও ইসলামপুরসহ আশপাশের এলাকার আলেম-ওলামাদের উপস্থিতিতে ভুসপিটা মাদ্রাসায় ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় বুধবার।

এদিন অধিকাংশ আলিম, মৌলানা ও মুফতিরা একত্রিত হয়ে ইসলামিক শিক্ষাকে আরও উন্নত ও আধুনিক করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, কীভাবে ইসলামিক শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় করা যায়, যাতে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। পাশাপাশি, ইসলামিক শিক্ষার জন্য বোর্ড স্বীকৃতি পাওয়া এবং স্থানীয় ছাত্রদের বাইরে না গিয়ে নিজ এলাকায় মানসম্মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তৈরি করার বিষয়েও মতবিনিময় হয়।

আলেমরাজানান, রমজান মাসের পর এ বিষয়ে আরও সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে, যাতে ইসলামিক শিক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হয় এবং দেশের যেকোনো স্থানে তা স্বীকৃতি পায়।

শিক্ষকের বিদায় সংবর্ধনা

মনজুর আলম ● মগরাহাট

আপনজন: শিক্ষকের বিদায়ী সংবর্ধনায় হাজির বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট মধ্যচক্রের শালীগড়িয়া অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর শিক্ষক ছিলেন জয়ন্ত কুমার প্রামাণিক। ৩১ শে জানুয়ারি ২০২৫ তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। দীর্ঘ ২৬ বছর তিনি শিক্ষকতা করেন। এই বিদায়ী সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট মধ্যচক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক জয়তি হালদার, যুগদিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিমাংশু সরদার, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ইউনুস মল্লিক , পঞ্চায়েত সদস্য শংকর নস্কর সহ মগরাহাট মধ্যচক্রের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান ও সহশিক্ষকরা। এই সংবর্ধনা এসে স্কুল পরিদর্শক জয়তী হালদার বলেন, তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিতেন, ভালো মনের মানুষ ছিলেন।

ট্রেনে ত্রাতার ভূমিকায় মহিলা

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের বাসিন্দা কুলতলির চোরাডাকাতিয়া গ্রামের বাসিন্দা বাক্কার সরদার। বুধবার সকালে অসুস্থ স্ত্রী মর্জিনা মোল্লাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসা করিয়ে ট্রেনে চেপে বাড়িতে ফিরছিলেন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার তালদি ষ্টেশন সংলগ্ন চলন্ত ট্রেনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন মর্জিনা। অচৈতন্য হয়ে পড়ায় বধুর স্বামী বাক্কার কি করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। সেই মুহূর্তে চলন্ত ট্রেনের মধ্যে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে এগিয়ে আসে ক্যানিংয়ের দাঁড়িয়া শিবনগর গ্রামের বধু সাগরিকা সরদার ও নিকারীঘাটা পঞ্চায়েতের গাজীপাড়ার বধু মনিরা গাজী। দুজনেই অসুস্থ মহিলাকে চোখে মুখে জল দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করেন।ট্রেন ক্যানিং ষ্টেশনে আসতেই দুই বধু দৌড়ে যায় কর্তব্যরত আরপিএফ এর কাছে। কর্তব্যরত আরপিএফ এর উদ্যোগে দুই বধু অসুস্থ মহিলাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য।সেখানে কর্তব্যরত সিভিল ডিফেন্স এর কর্মীরা তড়িঘড়ি অসুস্থ মহিলা কে নিয়ে কর্তব্যরত চিকিৎসক ডাঃ সমরেন্দ্র নাথ রায়ের কাছে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। সেখানে চিকিৎসা শুরু হয় অসুস্থ মহিলার।

মসজিদ মাদ্রাসা কবরস্থান রক্ষা করা ঈমানি দায়িত্ব: সিদ্দিকুল্লাহ

জাকির সেখ ● সুজাপুর

আপনজন: লোকসভায় ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে রিপোর্ট পেশ করেছে জেপিসি। এই বিলের বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের প্রবল আপত্তি রয়েছে।

বুধবার এই প্রস্তাবিত বিল সহ একাধিক বিষয়ে মালদা জেলা জমিয়তে উলামার প্রকাশ্য প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হলো সুজাপুর বাস স্ট্যান্ডে। সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্য জমিয়তে উলামার সভাপতি তথা রাজ্যের মন্ত্রী মাওলানা সিদ্দীকুল্লাহ চৌধুরী। তিনি বলেন কেন্দ্র সরকার যে প্রস্তাবিত ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনতে চাইছে সেটা কোনো ভাবেই মানা যাবে না। এর বিরুদ্ধে আমরা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ।

মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহ ও খানকাহ হেফাজত করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। দলমত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বামী যোগী প্রতীক মহারাজ বলেন ভারতবর্ষ এমন একটা দেশ যেখানে সবাই সবাই হাত ধরে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্র সরকার ধর্মীয় ভেদাভেদ করে সংবিধান পরিবর্তন করতে চাইছে। দেশের সংবিধান সমস্ত নাগরিককে সমান অধিকার দিয়েছে।

আইনজীবী এম.এ. সামাদ বলেন সংবিধান দেশের মানুষকে বেঁচে থাকার অধিকার দিয়েছে।

সংবিধানের ২৫-৩০ নং ধারা আমাদেরকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দিয়েছে।

এছাড়াও এদিনের সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় জমিয়তের প্রতিনিধি নওসাদ আদিল, জেলা জমিয়তের সভাপতি হাফেজ নজরুল ইসলাম, সম্পাদক মুফতি মইদুল ইসলাম, জামাতে ইসলামি সংগঠনের নুরুল ইসলাম নাজিদি, ফুরফুরা শরীফের মাওলানা জসিমদ্দিন, হাফেজ সাইফুল ইসলাম, ক্বারী জয়নুল আবেদীন, নয়মৌজা ঈদগাহের ইমাম মুফতি আসাদুল্লাহ, ক্বারী মোঃ ইমরান আলম প্রমুখ।

মালদার মানিকচকের ভূতনী ব্রিজ থেকে ফুলহর নদীতে মরণ ঝাঁপ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: এ যেন এক সিনেমা কাহিনি মতো ঘটনা। মালদার মানিকচকের ভূতনী ব্রীজ থেকে ফুলহর নদীতে মরণ ঝাঁ*প দিয়ে ছিলো এক তরুণী। আর এই দৃশ্য দেখে তার প্রাণ বাঁচাতে নদীতে ঝাঁ*প হিরোর মতো জীনের বাজি রেখে প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবক। তার তৎপরতাতেই প্রাণে বাঁচাতে ঝাপ দিলো নদীতে রক্ষা পেল ওই তরুণী। তবে নদীতে মরণ ঝাঁ*প দেওয়ায় সে গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

তাই স্থানীয়রা তাকে উদ্ধারের পরপরই চিকিৎসার জন্য মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠান। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই তরুণীর নাম জয়ন্তী মন্ডল। বাড়ি মানিকচকের ধরমপুর অঞ্চলের বড়োবাগান এলাকায়। এদিন বিকালের দিকে সে মানিকচকের ভূতনী ব্রীজে দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে ফোনে কথা বলছিল। কথা বলতে বলতেই হঠাৎ করেই এক দৌড়ে ব্রীজ থেকে নদীতে ঝাঁ*প দিয়ে বসে। ঝাঁপ দেওয়ার পর সে বাঁচার চেষ্টা চালায়। যা দেখে স্থানীয় এক যুবক ব্রীজ থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তাকে উদ্ধার করে পাড়ে নিয়ে আসে।

আর এই খবর চাউর হতেই ভূতনী ব্রীজ সংলগ্ন এলাকায় বহু মানুষের ভিড় জমে যায়। জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয় এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানাগেছে,ওই যুবতী অপরিচিত এক নাবালকের কাছ থেকে মোবাইল ফোন নিয়ে কারো সাথে ফোনে কথা বলেন। এরপর দৌড়ে ব্রিজের ওপর থেকে ফুলাহার নদীতে ঝাঁপ মারে।তখনই প্রত্যক্ষদর্শী এক যুবক যার নাম লিটন মিয়া যুবতীকে প্রাণে বাঁচাতে তিনিও ব্রিজ থেকে নদীতে ঝাপ দেন। অজ্ঞান অবস্থায় নদী থেকে ওই যুবতীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

‘উদার আকাশ’-এর ৯টি গ্রন্থ প্রকাশ বইমেলায়

এম মেহেদী সানি ● কলকাতা

আপনজন: এবারও ৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা থেকে ৯টি মূল্যবান গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন হল ‘উদার আকাশ’ প্রকাশনী থেকে। ইতিমধ্যেই ‘উদর আকাশ’ প্রকাশনের ‘মোস্তাক হোসেন : জীবন ও ঐতিহ্য’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক উজ্জ্বল সিনহা। বুধবার বইমেলার নারায়ণ সান্যাল সভাঘরে বিশিষ্ট কবি সুবোধ সরকার, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. গৌতম পাল, প্রাক্তন মন্ত্রী ও কলামিস্ট পূর্ণেন্দু বসু, প্রাক্তন সাংসদ ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ড. মইনুল হাসান, কাজী মুহাম্মদ ইয়াসীন, রফিকুল ইসলাম, সুধাংশুশেখর দে প্রমুখের উপস্থিতিতে ‘উদার আকাশ’ প্রকাশনের একাধিক বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয়।

এ দিন সন্ধ্যায় ছায়ানটের সমঋতা মল্লিক ও তাঁর সংস্থার শিল্পীরা কবি কাজী নজরুল ইসলাম-এর লেখা দেশাত্মবোধক সংগীতের মাধ্যমে বই প্রকাশ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর লেখা কবিতা প্রশ্ন ও দুষ্টু আবৃত্তি করেন রাইসা নুর। উপস্থিত বিশিষ্টজনের যে সমস্ত গ্রন্থ সমূহের মোড়ক উন্মোচন করলেন সেগুলি হল- বিশিষ্ট কলামিস্ট ও অধ্যাপক ড. অর্ণব সাহা-র লেখা প্রবন্ধ সংকলন ‘রাজনৈতিক কলাম: কর্তৃত্ববাদ বনাম আজকের ভারত’, সামশুল আলম-এর গল্প সংকলন ‘রূপের বাতি’, আলমগীর রাহমান-এর কাব্যগ্রন্থ ‘ফেক প্রোফাইলের বাগান বাড়ি’, বৃন্দাবন দাস-এর কাব্যগ্রন্থ ‘সত্যি সত্যি’ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আফসার আলির প্রবন্ধ সংকলন ‘আমার সমাজ’ অধ্যাপক ড. সা’আদুল ইসলাম-এর প্রবন্ধ সংকলন ‘জাতির বিবেক অন্নদাশঙ্কর।’ এ দিন ‘উদার আকাশ আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা বিশেষ সংখ্যা’ উদ্বোধন করেন কবি সুবোধ সরকার। উপস্থিত ছিলেন, লেখক-সম্পাদক-প্রকাশক ও গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক সুধাংশুশেখর দে, বিশিষ্ট সমাজকর্মী কাজী মুহাম্মদ ইয়াসীন, সমঋতা মল্লিক, অধ্যাপক ড. রেজাউল করিম, রফিকুল ইসলাম, ডাঃ মোঃ আবেদ আলি, আকরাম খান, আলাউদ্দিন খান, আসিফ ইকবাল, সীমন্ত বসু, ফারুক আহমেদ, সম্পাদক ও প্রকাশক উদার আকাশ, পত্রিকার সহ সম্পাদক মৌসুমী বিশ্বাস ও রাইসা নুর। এ দিন আল-আমীন মেমোরিয়াল মাইনোরিটি কলেজের অধ্যক্ষ ড. নুরুল হককে উদার আকাশের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা ‘উদার আকাশ’ প্রকাশনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য বইমেলায় ৫৯৫ নম্বর ‘উদার আকাশ’ স্টল ।

বিসিজি টিকার কর্মসূচি চণ্ডীপুরে

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: টিবি রোগ দূরীকরণে বিশেষ কর্মসূচি শুরু হয়েছে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুরে। উল্লেখ্য,

বিনামূল্যে বিসিজি টিকা গ্রহণ করুন,নিজেকে টিবি রোগ থেকে মুক্ত করুন।জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূলীকরণ স্লোগানকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি। সেই মোতাবেক উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুর-মাণিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চলছে টীকা করণ। যক্ষ্মা প্রতিরোধে বিশেষ কর্মসূচি নিয়েছে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসন। উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ আশিক রহমান মল্লিক জানান,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লকের চণ্ডীপুর-মাণিকপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ধূলাসিমলা পিএইচসির সাব সেন্টারে প্রতি সপ্তাহের সোম-মঙ্গল এবং শুক্রবার এই তিনদিন এই টিকাদান দেওয়া হবে”। তিনি আরও জানান,”ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হকের নির্দেশমত আপাতত তিনমাস ব্যাপী এই কর্মসূচি চলবে।চণ্ডীপুর-মাণিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এসিএমওএইচ ডাঃ প্রসূন কুমার ঘোষ,উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অর্পিতা রায়, দায়িত্ব প্রাপ্ত স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ আশিক রহমান মল্লিক সহ একাধিক স্বাস্থ্যকর্তারা।

বালুরঘাট বিমানবন্দর এলাকায় আগুন

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বালুরঘাট বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকায় আগুন। মূলত বিমানবন্দর চত্বরে থাকা আগাছায় আগুন লেগে যায়। বিষয়টি সামনে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তৎক্ষণাৎ খবর দেয়া হয় দমকল ও বালুরঘাট থানায়। দমকলের প্রচেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন, স্বাভাবিক হয়ে পরিস্থিতি। তবে আগুন লাগার কারণ স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় থাকা আগাছায় আগুন লাগার বিষয়টি প্রথম নজরে আসে পেট্রোলিংয়ে থাকা পুলিশ কর্মীদের। বিষয়টি নজরে আসতেই তৎক্ষণাৎ তাঁরা খবর দেন দমকল বিভাগে। দমকল এর তিনটি ইঞ্জিন এর প্রচেষ্টায় চলে আগুন নেভানোর কাজ।

অন্যদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন ডিএসপি (সদর) বিক্রম প্রসাদ , ডিভিশনাল ফায়ার অফিসার শিবানন্দ বর্মন, বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ আরো অনেকে।

আগুন যাতে রানওয়ের দিকে না আসে ও সংলগ্ন গ্রামে ছড়িয়ে না পড়ে সেদিকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন উপস্থিত দমকল কর্মীরা। এ বিষয়ে ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ জানান, ‘আমাদের কাছে খবর আসে বালুরঘাট এয়ারপোর্টের সংলগ্ন জায়গায় আগুন লেগেছে। তৎক্ষণাৎ আমরা ফায়ার ব্রিগেডে জানাই। দমকল বিভাগের তৎপরতায় দ্রুত আগুন নিভানোর কাজ শুরু হয়েছে। তবে কিভাবে আগুন লেগেছে সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

পূর্ব বর্ধমানের নতুন ডিআইকে সংবর্ধনা মাদ্রাসা সংগঠনের

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের নব নিযুক্ত জেলা পরিদর্শক (ডিআই) দেবব্রত পালকে সংবর্ধনা জানাল পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতি।

শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা এবং অবদানের জন্য রাজ্যজুড়ে সমাদৃত দেবব্রত পাল সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের ডিআই হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর যোগদানের পর মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে এক বিশেষ আলোচনায় অংশ নেন তিনি। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক আলি হোসেন মিদ্যা, জেলা সম্পাদক আদর আলি মল্লিক, তৃণমূল বুদ্ধিজীবী মঞ্চের কনভেনার রথীন মল্লিক, শিক্ষা রত্ন প্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক ফিরোজ আহমেদ, সিএমএস উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিন্টু রায়, বাসুদেব চক্রবর্তীসহ বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং সহশিক্ষক-শিক্ষিকাগণ।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ডিআই দেবব্রত পাল পূর্ব বর্ধমানের সরকারি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও যুগোপযোগী করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন।

তিনি শিক্ষকদের সঙ্গে মাদ্রাসাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষার মানোন্নয়ন, এবং শিক্ষার্থীদের কল্যাণমূলক কর্মসূচির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সংগঠনের পক্ষ থেকে মাদ্রাসা শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা আরও সম্প্রসারণ, শিক্ষকদের স্থায়ী নিয়োগ, এবং তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নত করার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে ডিআই দেবব্রত পালকে সম্মানসূচক স্মারক প্রদান করা হয়।

চন্দনেশ্বরে গুণীজনদের সংবর্ধনা, পাগড়ী প্রদান

হাসিবুর রহমান ● চন্দনেশ্বর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ভাঙ্গরের চন্দনেশ্বর পাটিকেল পোতা কে সি এস মেমোরিয়াল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান মধ্যরাত পর্যন্ত ইসলামিক জলসা ও ইমাম ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ গুণীজনদের সংবর্ধনা দেওয়া হল।

অনুষ্ঠানের প্রথম দিনেই এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে স্বাস্থ্যশিবির চক্ষু ও দন্ত্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল।

সেই সঙ্গে মাদ্রাসার মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এই সভার সভাপতিত্ব করেন ফুরফুরা শরীফের পীরজাদা এইয়া সিদ্দিকী। এদিন এই অনুষ্ঠানের শিক্ষামূলক আলোকপাত করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষাবিদ মুন্সি আবুল কাশেম। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক আব্দুর রশি, শিক্ষক আহসানুল্লাহ , আইনজীবী আদম শফি, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যর মধ্যে উঠে আসে ইসলামিক শিক্ষার সাথে সাথে জেনারেল শিক্ষার গুরুত্ব দিতে হবে আমাদের সন্তানদের অংক ইংরেজি এবং বিজ্ঞান চর্চাও করতে হবে । সেই সাথে সমাজের হাফেজ মাওলানা পাশাপাশি এই সমাজের প্রয়োজন ডাক্তার মাস্টার উকিল আইনজীবী সেই শিক্ষার দিকেও গ্রামে গ্রামে শিক্ষা সেমিনার করে সমাজকে সচেতন করতে হবে ।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

বইমেলায় বঙ্গ সংস্কৃতি নিয়ে বই প্রকাশ

ফিরোজ হোসেন ● সল্টলেক

আপনজন: কলকাতা বই মেলায় সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট কবি সাখাওয়াত হোসেনের বাংলা লোকসংস্কৃতি ঐতিহ্য ঐশ্বর্য পরম্পরা গবেষণাধর্মী বই টি প্রকাশিত হল পূর্ণ প্রতিমা প্রকাশনী থেকে।

এদিন বই মেলায় আরও একটি বই , বিপুল কালো সুটকেস বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়ের শব্দ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হলো। বই দুটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই প্রকাশক, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও বঙ্গ সংস্কৃতি মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক ফিরোজ হোসেন,বিশিষ্ট চিত্র শিল্পী মলয় দাস, অধ্যাপক সাখাওয়াত হোসেন, কবি ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়, কবি কেতকী প্রসাদ প্রমুখ।।

কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যেতে নয়া ব্রিজ তৈরির প্রস্তুতি জোরকদমে

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: শুরু হল কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার ব্রিজ তৈরীর প্রস্তুতি, এলেন একাধিক প্রতিনিধি দল।১৪৫৯ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৭৫৭ মিটার লম্বা এই ব্রিজ, থাকছে চারটি লেন এবং ফুটপাত। দুদিকে গাড়ি চলাচলের রাস্তা থাকছে ৮ মিটার চওড়া, ফুটপাত হবে ১.৫ মিটার চওড়া ।

আগামী চার বছরের মধ্যেই এই সেতুর কাজ শেষ হবে, জানিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা।

উল্লেখ্য, বুধবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সেতুর কাজ শুরু হবে এলএন্ডটি সংস্থার আধিকারিকরা আজ সকাল থেকে কাকদ্বীপ এবং কচুবেড়িয়া এলাকায় ব্রিজের প্রস্তুতির সমস্ত জিনিস খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখছেন। এতদিন পরেই খুশি এলাকার মানুষজন। গঙ্গাসাগর থেকে কাকদ্বীপ বা কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যেতে প্রায় এক থেকে দেড় ঘন্টা নদী পথের ভেসেলেই অপেক্ষা করতে হতো তাও জল থাকলে, জল না থাকলে ঘন্টার পর ঘন্টা পারাপার বন্ধ যাত্রী থেকে তীর্থযাত্রীরা পড়তো মহা সমস্যায়, সেই সমস্যার কথা চিন্তা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক শত কোটি টাকা ব্যয়ের- সেতু করার কথা ঘোষণা করলেন।

তাজপুর হাই মাদ্রাসায় সাইকেল প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: বুধবার হাওড়া জেলার আমতা থানার সারদা তাজপুর হাই মাদ্রাসায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল ছাত্রছাত্রীদের হাতে তুলে দেন টিআইসি সুজিত কুমার বেরা, মাদ্রাসার করণিক গোলাম খাঁন সাহেব, শিক্ষক মাওলানা শেখ মুহাম্মদ কালিমুল্লাহ, সমাজসেবী হিরণ্ময় সামন্ত, প্রাক্তন শিক্ষক জবেদ আলী খাঁন, মাদ্রাসার সদস্য আইনাল খাঁন, আব্দুর রউফ খাঁন।

দাওয়াত الدعوة

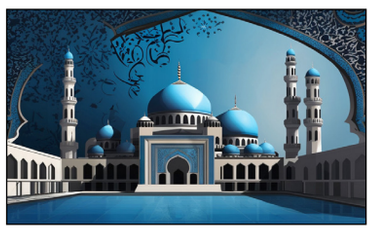

- ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী বিধান
- কুরআন-হাদিসে ইহকাল-পরকাল
- ঈমান-ইবাদতের সমন্বয়ে মুসলিম পরিচয়
- ইকরামুল মুসলিমিনের ফজিলত

জীবনের জন্য অপরিহার্য কুরআন

মুহাম্মাদ জামাল উদ্দীন

জ্ঞানগর্ভ ও উপদেশে ভরা কুরআন জীবনের জন্য অপরিহার্য একটি গাইড বই। মানুষ কোথায় কখন কী করবে, কেন করবে, কিভাবে করবে সব বিস্তারিত বলে দেয়া হয়েছে কুরআনে। কুরআন তথা আল্লাহ প্রদত্ত আসমানি কিতাবের হেদায়াতের বাইরে কোনো জীবনদর্শন নেই, কোনো ধর্মদর্শন নেই, কোনো মুক্তির পথ নেই। মানবজাতির সূচনালগ্নেই এ কথাটি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবা আদম ও মা হাওয়া আ:কে আল্লাহ যখন পৃথিবীতে বিচরণের জন্য পাঠিয়েছেন তখন আল্লাহ জনিয়ে দিয়েছেন- ‘আমি তাদের বলেছিলাম, তোমরা সবাই এখান থেকে দুনিয়ায় যাও। তারপর তোমাদের মঙ্গলের জন্য আমি অবশ্যই যুগে যুগে সত্যপথের দিকনির্দেশনা প্রেরণ করব। তখন যারা এই দিকনির্দেশনা অর্থাৎ কিতাবের বিধিবিধান অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় বা দুঃখ থাকবে না। আর যারা এই কিতাবের নৈতিক বিধিবিধান অস্বীকার করবে, তারাই জাহান্নামের আগুনে পুড়বে। সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।’ (সূরা বাকারাহ : ৩৮-৩৯) তার মানে দুনিয়ার জীবনে শান্তি আর আখেরাতের জীবনে মুক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যুগে যুগে হেদায়াত এসেছে। সে হেদায়াত যারা মেনে চলবে তাদের কোনো ভয় নেই। আর যারা অস্বীকার করবে তাদের কোনো রক্ষা নেই। উম্মতে মুহাম্মাদির জন্য সর্বশেষ আসমানি হেদায়াতের নাম আল কুরআন। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক জীবনে ন্যায়-ইনসাফ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কুরআনের বিকল্প নেই। একইভাবে আখেরাতের মুক্তির লক্ষ্যে মানুষের জন্য কুরআন এক অপরিহার্য গ্রন্থ। আল্লাহ বলেন, ‘হে নবী! এ কুরআন অনুসরণ যিনি তোমার ওপর ফরজ করেছেন, তিনি অবশ্যই তোমাকে চূড়ান্ত গন্তব্যে ফিরিয়ে আনবেন। যারা সত্য অস্বীকার করছে তাদের বলো, ‘আমার প্রতিপালক খুব ভালো করে জানেন, কে সত্যধর্ম নিয়ে এসেছে আর কে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত।’ (সূরা কাসাস : ৮৫) কুরআন অনুসরণ শুধু আল্লাহ ফরজই করেননি; বরং এ ফরজ কে কতটুকু আন্তরিকতার সাথে পালন করেছে সেটিও কেয়ামতের দিন আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন। এর পরই ফয়সালা হবে তার জন্য জান্নাত না জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। আল্লাহ বলেন, ‘তোমার ওপর যে ওহি নাজিল হয়েছে, তা অনুসরণে অটল থাকো। তুমি

সাফল্যের সরল পথেই আছো। নিঃসন্দেহে এই কুরআন তোমার ও তোমার অনুসারীদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। কিন্তু সময় হলে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এই কুরআন নিয়ে তোমরা কী করেছ?’ (সূরা জুখরুফ : ৪৩-৪৪) ‘তুমি তাদের মতোই আল্লাহর রাসূল, যাদের ওপর আমি কিতাব নাজিল করেছিলাম। কিন্তু পরে তাদের অনুসারীরা একে টুকরো টুকরো করেছে এবং ওরাই এখন এই কুরআনকে মিথ্যা বলছে! কিন্তু তোমার প্রতিপালকের শপথ! মহাবিচার দিবসে আমি ওদের সবাইকে এ কুরআন সম্পর্কে প্রশ্ন করব।’ (সূরা হিজর : ৯০-৯৩)

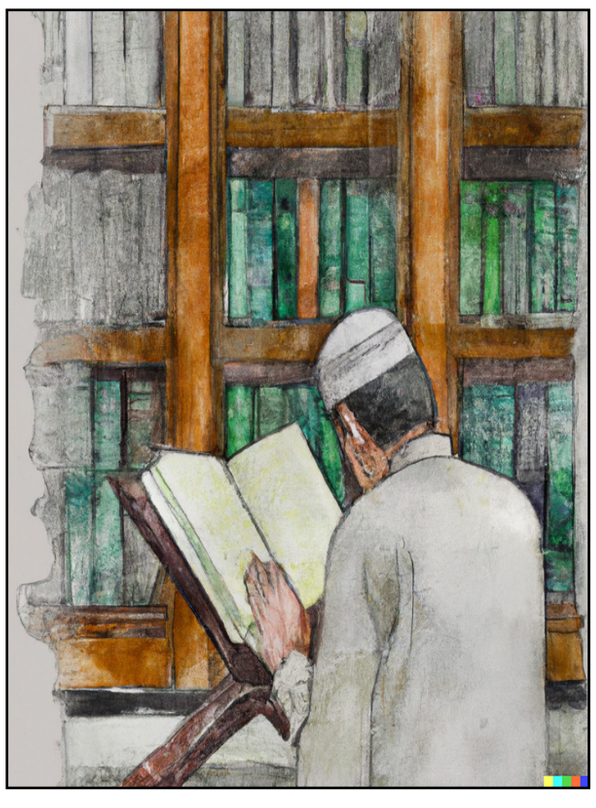

মানুষ অজ্ঞ। সে নিজের পরিচয়ই জানে না। মানুষ অন্ধ। সে নিজের স্রষ্টাকেই চেনে না। কুরআন মানুষের চোখ খুলে দেয়। তাকে জানিয়ে দেয় তার পরিচয়। জানিয়ে দেয় প্রভুর পরিচয়। তার গলায় পরিয়ে দেয় ঈমানের মালা। যুগে যুগে রাসূলদের দাওয়াতি মিশন ছিল এটাই। আল্লাহকে চেনানো। কুরআনে আল্লাহ বলেন- রাসূলরা বলল, ‘আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? যিনি মহাকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা? তিনি তোমাদেরকে ডাকছেন, যাতে করে তিনি তোমাদের অতীতের সব পাপ মোচন করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ভালো কাজ করার সুযোগ দিতে পারেন।’ (সূরা ইবরাহিম : ১০)
কুরআনের দাওয়াত খুব জটিল কোনো বিষয় নয়; বরং মানুষ যেন মানুষ হতে পারে, তার জীবনে যেন কোনো বিকৃতি না আসে অথবা যে বিকৃতি এসেছে সেটি যেন সংশোধন হয়ে যায়, এটাই কুরআনের উদ্দেশ্য। ফলে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের জন্যও কুরআন অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, ‘আসলে বিবেক প্রয়োগ করে সত্য না জানার কারণে সীমালঙ্ঘনকারীরা নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। এ কারণে আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট হতে দেন, কে তাকে সৎপথ দেখাবে? ওরা কারো সাহায্যও পাবে না। অতএব হে বিশ্বাসীরা! তোমরা সব মিথ্যা পরিত্যাগ করে একনিষ্ঠভাবে ধর্মের ওপর নিজেদের কায়েম রাখো। আল্লাহ যে প্রকৃতিতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই সৎ প্রকৃতির অনুসরণ করো। আল্লাহর সৃষ্ট এই প্রকৃতিকে দূষিত-বিকৃত করো না। এটাই সত্যধর্ম-সর্বোচ্চ ধর্মবিধান। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।’ (সূরা রুম : ২৯-৩০)
কুরআনের প্রথম আয়াত নাজিল হয় ৬১০ সালে আর শেষ আয়াত ৬৩২ সালে। ধাপে ধাপে খণ্ডে খণ্ডে দীর্ঘ ২৩ বছরে পরিপূর্ণতা পায় কুরআন। প্রথম আয়াত নাজিল হওয়ার পরই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এর আকর্ষণী ক্ষমতা। জাহেলিয়াতের অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলো আলোর সন্ধান পায়। সেই আলোয় বদলাতে শুরু করে তারা। পিতৃপুরুষের হাজার বছরের কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতার বৃত্ত ভেঙে তারা লাভ করে মুক্ত বিশ্বাস ও সঠিক জীবনদৃষ্টি। এরপর নিজের মুক্তির জন্য, মানুষের মুক্তির জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকারেই পিছপা হয়নি তারা। হিংসা সন্ত্রাস রক্তপাত শোষণ জুলুম আর নারীনির্যাতনে নিমজ্জিত মানুষই পরিণত হয় সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীকে। দলীয়, গোত্রীয় ও উপজাতীয় হানাহানিতে লিপ্ত বিক্ষিপ্ত সম্প্রদায়গুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরিণত হয় এক দুর্দমনীয় আদর্শিক জাতিসত্তায়। এটাই ছিল নবীর মিশন। কুরআনের ভিশন।

নাউজুবিল্লাহর তাৎপর্য

ফেরদৌস ফয়সাল

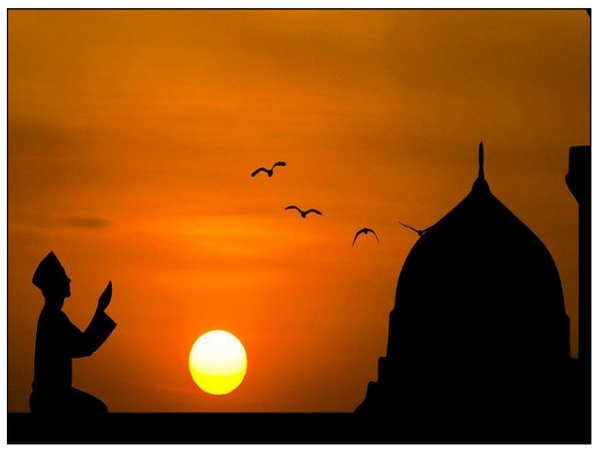

কোনো খারাপ কিংবা মন্দ কাজ দেখলেই অনেকে বলে থাকেন নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক বা সংক্ষেপে নাউজুবিল্লাহ। নাউজুবিল্লাহ একটি দোয়া, যা অন্যায় কাজ থেকে হেফাজত করে। এ দোয়ার মাধ্যমে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া হয়। এর অর্থ হলো, ‘এই খারাপ বা অন্যায় কাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।’ খারাপ ও ইসলামবিরোধী কোনো কথা শুনলে, কাজ হতে দেখলে বা ভুলবশত নিজে করলে বা করতে শুরু করলে আল্লাহর কাছে মুক্তি বা আশ্রয় চাওয়ার জন্য এই দোয়া পড়তে হয়।
‘নাউজু’ শব্দের অর্থে ‘আমি আশ্রয় চাই’ বা ‘বিরত থাকতে চাই’। ‘বিল্লাহি’ অর্থ ‘আল্লাহর কাছে’। ‘মিন জালিক’ এই (খারাপ-মন্দ-অন্যায়-অপরাধ) থেকে। অর্থাৎ আমি এই খারাপ কাজ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।
হাদিসে আছে, হজরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে রাসুলুল্লাহ (সা.) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন অদৃষ্টের অনিষ্ট থেকে, দুঃখ পাওয়া থেকে, শত্রুদের আনন্দ থেকে এবং বালা-মুসিবতের কষ্ট থেকে। (বুখারি ও মুসলিম)
অন্যায়-মন্দ কাজ সংঘটিত হতে দেখলে বা নিজেরা এতে জড়িত হয়ে গেলে স্মরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ‘নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক’ পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করা জরুরি।

নামাজ পড়েও যারা জাহান্নামি

নিজামুল ইসলাম

আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের সবচেয়ে কার্যকরী মাধ্যম ‘নামাজ’। আর নামাজ মহান আল্লাহর অন্যতম ফরজ বিধান। এই বিধান যথাযথভাবে পালন করে কেউ জান্নাতে চিরকাল সুখময় জীবন-যাপন করবে, আবার অনেকেই নামাজ আদায় করেও জাহান্নামের আগুনে অনন্তকাল জ্বলবে। যেসব কারণে নামাজিরা নামাজ আদায় করেও জাহান্নামে যাবে, তা হচ্ছে-
১. উদাসীনতা : অন্তরে আল্লাহর পূর্ণ ধ্যান-খেয়াল নিয়ে একনিষ্ঠতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে নামাজ আদায় করা উচিত। কিন্তু অনেক মুসল্লি আছে, যারা দুনিয়াবি চিন্তা-চেতনা নিয়ে উদাসীনতার সাথে, বেখেয়ালি মনে নামাজ আদায় করে থাকে। যার কারণে নামাজ আদায় করেও তারা নিশ্চিত জাহান্নামে যাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা স্পষ্টভাবে বলেন-‘দুর্ভোগ ওই সব সালাত আদায়কারীর জন্য, যারা উদাসীনতার সাথে বেখেয়ালি মনে নামাজ আদায় করে।’ (সূরা মাউন : ৩-৪)
২. অলসতা : হাদিসে জিবরাইলে রাসূল সা: বলেন, ‘যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে তখন তুমি এই খেয়াল করবে যে, তুমি আল্লাহকে দেখতেছ। আর যদি তুমি এমন ধ্যান-খেয়াল না করতে পারো, তাহলে মনে করবে; স্বয়ং মহান আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। আল্লাহ আমার দিকে তাকিয়ে আছেন এই ভয়ভীতি নিয়ে খুশু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় করা উচিত। অথচ অনেক নামাজি আছে, যারা আল্লাহর ভয়ভীতির তোয়াক্কা না করে, নির্ভয়ে অলসতার সাথে গুরুত্বহীনভাবে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। যার ফলে নিশ্চিত সে সব নামাজি নামাজ আদায় করেও জাহান্নামে যাবে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন- ‘যখন তারা (মুনাফিকরা) নামাজে দাঁড়ায় তখন তারা শৈথিল্যের সাথে, অলসতার সাথে নামাজে দাঁড়ায়, শুধু লোক দেখানোর জন্য এবং তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।’ (সূরা নিসা-১৪২)
এ ধরনের নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না; বরং তাদের নামাজকে নোঙরা একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে আসমান থেকে নামাজির মুখে নিক্ষেপ করা হয়।
৩. লোক দেখানো : আমাদের সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সমাজের সাথে সর্বদা তাল মিলিয়ে চলে। যার ফলে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় তারা সমাজকে খুশি করার উদ্দেশ্যে, লোক দেখানোর জন্য দুই-এক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে নিজেকে বড় নামাজি বলে পরিচয় করে। কিন্তু তাদের অন্তরে আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকে না। তাই আল্লাহর সন্তুষ্টিবিহীন এই নামাজ তাদের কোনো উপকার দেবে না; বরং লোক দেখানো এই নামাজ তাদের জন্য নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন-‘ধ্বংস ওই সব নামাজি যারা উদাসীনতার সাথে, শুধু লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করে।’ (সূরা মাউন : ৩, ৪ ও ৫)
দুনিয়াবি চিন্তায় মগ্ন হয়ে যারা উদাসীনতা, অলসতার সাথে কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ব্যতীত লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ আদায় করে, তারা সবাই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে নামাজি বলে পরিচয় দিয়ে চরমভাবে লাঞ্ছিত, অপদস্থ হবে। তারা যখন মহান আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদেরকে নামাজি বলে পরিচয় দেবে, তখন মহান আল্লাহ তাদের সিজদা দিতে আদেশ করবেন কিন্তু শত চেষ্টা করেও তারা কোনোভাবেই মহান আল্লাহর সামনে সিজদা দিতে পারবে না। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন- ‘স্মরণ করুন, সে দিনের কথা যেদিন (মহান আল্লাহর) পায়ের গোছা উন্মোচিত করা হবে, সেদিন তাদের ডাকা হবে সিজদা করার জন্য, কিন্তু তারা সিজদা দিতে সক্ষম হবে না। তখন লজ্জায় তাদের দৃষ্টি অবনত হবে এবং চরম হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে।’ (সূরা ক্বালাম : ৪২ ও ৪৩)

ক্রয়-বিক্রয়ের ইসলামী বিধান

বিলাল হোসেন

আল্লাহভীরু ও সৎ ব্যবসায়ীরা জান্নাতে নবী-রাসূলদের সাথী হবেন। ব্যবসায় সততা ও শরয়ি নির্দেশনা মেনে চললেই কেবল নবী-রাসূলদের সাথে মর্যাদাবান হবেন ব্যবসায়ীরা। কেননা, হারাম সুদের বিপরীতে মহান আল্লাহ ব্যবসায় ও ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-‘আল্লাহ ব্যবসায় তথা ক্রয়-বিক্রিকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।’ (সূরা বাকারা-২৭৫) দুনিয়ার জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো লেনদেন ব্যবস্থায়ও ইসলাম কিছু সুস্পষ্ট নীতিমালা ঘোষণা করেছে। এসব নীতির ব্যতিক্রম হলে ইসলামী দৃষ্টিকোণে সেই ব্যবসায়িক চুক্তি বাতিল হিসেবে সাব্যস্ত হবে। ব্যবসার মধ্যে ত্রুটিমুক্ত পণ্য ও ক্রয়-বিক্রয় সঠিক এবং বাস্তবায়নযোগ্য হওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয় আবশ্যক। যেমন- ক. চুক্তিকারী তথা ক্রেতা-বিক্রেতার উপস্থিতি বা অস্তিত্ব থাকা; খ. পণ্য ও মূল্য নির্ধারণ হওয়া; গ. প্রস্তাব-গ্রহণ সম্পন্ন হওয়া; ঘ. ক্রয়-বিক্রয় উভয়ের সম্মতিতে হওয়া; ঙ. ক্রেতা-বিক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের উপযুক্ত হওয়া; চ. বিক্রেতার জন্য পণ্যের মালিকানা বা প্রতিনিধিত্ব থাকা; ছ. পণ্য মূল্যমান হওয়া, অর্পণযোগ্য হওয়া ইত্যাদি। এ ছাড়া পদ্ধতি, অবস্থা ও ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী চিন্তাবিদরা আরো অনেক শর্ত ও নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। দুনিয়ায় যত প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয়, ইসলাম তার সবগুলোকেই বৈধতা দেয়নি। মানুষের লাভ-ক্ষতির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের পর ইসলাম কোনোটিকে বৈধ আবার কোনোটিকে অবৈধ ঘোষণা করেছে। ইসলামী শরিয়ত কর্তৃক বৈধ ক্রয়-বিক্রয়ের কয়েকটি পদ্ধতি রয়েছে।
ক. বিক্রীত দ্রব্যের সমস্ত অবস্থা (দোষ-ত্রুটি থাকলে তাসহ) ক্রেতাকে খুলে বলতে হবে, অন্যথায় বিক্রি শুদ্ধ হবে না এবং ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। দ্রব্যের দোষ না বলে ধোঁকা দিয়ে বিক্রি করা হারাম। খ. যেসব দ্রব্য বিক্রি করা হবে, তা সামনে থাকতে হবে অথবা তার নমুনা সামনে থাকতে হবে। অদেখা দ্রব্য দেখার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার শর্তে ক্রয় করার অনুমতি আছে। গ. শরিয়তে অবৈধ বস্তু ক্রয় বা বিক্রয় করা কোনোভাবেই বৈধ নয়। কেউ কোনো কারণে অবৈধ বস্তুর মালিক হয়ে গেলেও তা অন্যের কাছে বিক্রি করা যাবে না। ঘ. বিক্রেতা দ্রব্যের যে গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছিল, পরে তার বিপরীত প্রমাণিত হয়, যেমন- বিক্রেতা বলেছিল, রং পাকা বা অমুক কোম্পানির, অথচ পরে যদি তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়, এ ক্ষেত্রে ক্রেতা সেটি ফেরত দেয়ার অধিকার রাখে। ঙ. দাম স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করতে হবে। কেউ তা অস্পষ্ট বা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ রাখলে বিক্রি শুদ্ধ হবে না। চ. ক্রয়ের সময় ক্রেতা যদি বলে, দুই-তিন দিনের মধ্যে (তিন দিনের বেশি নয়) দ্রব্যটি গ্রহণ বা বর্জনের কথা জানাব অথবা ঘরে দেখিয়ে পরে বলব, তাহলে ওই মেয়াদের মধ্যে ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে, যদি ক্রেতা দ্রব্যটি ব্যবহার করে না থাকে কিংবা যেসব দ্রব্য ব্যবহার করা ছাড়া সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না, সেগুলো ব্যবহারের ফলে দ্রব্যটির মধ্যে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি না থাকে। ছ. বিক্রেতা যদি কোনো দ্রব্যের বিশেষ গুণাগুণ বর্ণনা করে কিন্তু অন্ধকারের কারণে ক্রেতা ভালোভাবে দেখে নিতে না পারে কিংবা শুধু বিক্রেতার বর্ণনার ভিত্তিতে সে ক্রয় করে কিন্তু পরে বিক্রেতার বর্ণনামতো না পায়, তাহলে সেটি ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। একইভাবে নমুনা দেখে অর্ডার করার পর নমুনা মতো না পেলেও তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। অবশ্য দ্রব্যটি ব্যবহার করলে পরে আর তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে না। জ. কোনো দ্রব্য না দেখে ক্রয় করে থাকলে দেখার পর তা রাখা বা না রাখার অধিকার থাকবে। ঝ. যেসব বস্তুর নমুনা দেখে সে সম্পর্কে অনুমান করা যায় না, সেরূপ দ্রব্যের নমুনা দেখে অর্ডার দিলে দ্রব্যটি পাওয়ার পর তা ক্রয় করা বা না করার অধিকার থাকবে। ঞ. বিক্রেতা যদি কোনো দ্রব্যের ওই পরিমাণ দাম নিয়ে থাকে, যা কোনো স্বচ্ছ নির্দোষ দ্রব্যের বিনিময়ে নেয়া হয়ে থাকে, আর পরে তাতে কোনো দোষ প্রকাশ পায় তাহলে ক্রেতার তা ফেরত দেয়ার অধিকার থাকবে। ট. ক্রেতার হাতে এসে কোনো ত্রুটি সৃষ্টি হলে ওই দ্রব্য ফেরত দেয়ার অধিকার নষ্ট হয়ে যায়। ঠ. ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার পর কিছু (ভালোটা) রেখে বাকিটা (খারাপগুলো) ফেরত দেয়ার অধিকার নেই। রাখলে পুরোটা রাখতে হবে কিংবা পুরোটা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য বিক্রেতা সম্মত হলে সবরকম করা যেতে পারে। ড. যেসব দ্রব্য ভাঙার পর (যেমন- ডিম) বা কাটার পর (যেমন- তরমুজ) তার ভালো-মন্দ বোঝা যায়, সেসব দ্রব্য ভাঙা বা কাটার পর যদি সম্পূর্ণ ফেলে দেয়ার মতো অবস্থা দেখা যায়, তাহলে পুরো দাম ফেরত নেয়ার অধিকার থাকবে। যদি অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করার উপযোগী থাকে (যেমন-তরমুজ বা কোনো তরকারি জন্তুকে খাওয়ানের যোগ্য থাকে) তাহলে সেগুলো ফেরত না দিলে কিছু দাম কমানোর অধিকার থাকে। ঢ. ক্রয়-বিক্রয়ের সময় প্রথমে দাম পরিশোধ এবং পরে পণ্য হস্তান্তর হবে। ক্রেতা এরূপ দাবি করতে পারবে না যে, প্রথমে পণ্য দিন ও পরে দাম দিন। ণ. বিক্রেতা কোনো দ্রব্য বিক্রি করলে ক্রেতাকে তা এমনভাবে হস্তান্তর করতে হবে, যাতে দ্রব্যটি তার আয়ত্তে নিতে কোনো ধরনের বেগ পেতে না হয়। ত. দাম পরিশোধসংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ভার ক্রেতাকে বহন করতে হবে, যেমন- মানি-অর্ডার খরচ পে-অর্ডার ও পোস্টাল অর্ডার খরচ ইত্যাদি। থ. ক্রয়-বিক্রিয়ের লেখালেখি সংক্রান্ত খরচ যেমন- দলিল রেজিস্ট্রেশন ব্যয় ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে। দ. ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দিতে যে খরচ হয়ে থাকে সেসব খরচ বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। যেমন- মাপ বা ওজন করার ব্যয়, সম্পত্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র না থাকলে সেগুলো সংগ্রহের ব্যয় ইত্যাদি। ধ. ক্রেতার কাছে মালামাল পেঁছানোর পরিবহন ব্যয়, ভিপি খরচ ইত্যাদি ক্রেতাকে বহন করতে হবে। কিন্তু বিক্রেতাকেই তা বহন করতে হবে- এরূপ শর্ত আরোপ করলে বাতিল ফাসেদ হয়ে যাবে। ন. ইসলামী শরিয়তে যেসব ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ নয় সেরূপ কোনো কেনাবেচা সংঘটিত হলেও তা মালিককে ফেরত দেয়া জরুরি। কোনোভাবে তাতে হস্তক্ষেপ করা বা নিজের কাজে ব্যবহার করা জায়েজ নয়। প. ফল আসার আগে বা পরিপক্ক হওয়ার আগে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বাগানে বিক্রি করার যে প্রচলন আছে, তা জায়েজ নয় এবং ফ. যে ব্যক্তি হারাম উপায়ে কোনো সম্পদ উপার্জন করেছে তার থেকে সেটি ক্রয় করা জায়েজ নয়। (তথ্যসূত্র : ফতোয়ায়ে মাহমুদিয়া, চতুর্থ খণ্ড; বেহেশতি জেওর; ইসলামী ফিকাহ, তৃতীয় খণ্ড)

মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকার প্রতিদান

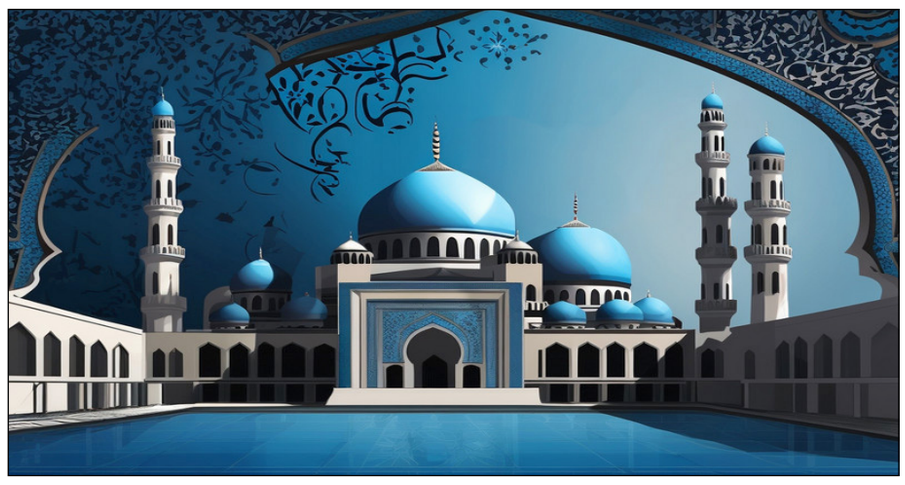

হাদি-উল-ইসলাম

দাওয়াত শব্দটি আরবি। এর অর্থ ডাকা, আহ্বান করা। ইসলামের পরিভাষায় পথহারা মানুষকে দ্বিনের দিকে আসার আহ্বান জানানোকে দাওয়াত বলা হয়। আল্লাহ মানুষকে চির শান্তির আলোয় দারুস সালামের প্রতি দাওয়াত দেন, আহ্বান করেন।
পবিত্র কোরআনে এসেছে, 'আল্লাহ মানুষকে দারুস সালাম তথা শান্তি-নিরাপত্তার আবাসের দিকে আহ্বান করেন...।' (সুরা : ইউনুস, আয়াত : ২৫)
আল্লাহর এই দাওয়াত বা আহ্বান মানুষের কাছে পৌঁছে নবীদের মাধ্যমে। যাঁরা দাওয়াত দেন, আরবিতে তাঁদের দাঈ বলা হয়।
যুগে যুগে সব নবী এ দাওয়াতের কাজ করেছেন।
মহানবী (সা.)-কেও আল্লাহ দাঈরূপে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।' (সুরা : আহজাব, আয়াত : ৪৬)
নবুয়তের ধারাবাহিকতা পূর্ণতা লাভ করে মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র ওফাতের পর দাওয়াতের এ গুরুদায়িত্ব উম্মতের ওপর অর্পিত হয়।
এটি কিয়ামত পর্যন্ত আসা মহানবী (সা.)-এর উম্মতের দায়িত্ব।
আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন একদল লোক যেন থাকে, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজে বাধা দেবে। আর এরাই হলো সফলকাম।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১০৪)
অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি। গোটা মানবজাতির কল্যাণে তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে।
তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজে বাধা দাও আর আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো।' (সুরা : আলে ইমরান, আয়াত : ১১০)
সত্য ও শান্তির পথে এই দাওয়াতি কার্যক্রমের কর্মপন্থা কী হবে–এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আপনি আপনার রবের দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা, সুন্দর ওয়াজ-উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সঙ্গে উত্কৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ১২৫)
কোরআনুল কারিমে বারবার বলা হয়েছে যে প্রচার বা পৌঁছানোই নবী-রাসুলদের একমাত্র দায়িত্ব। ইরশাদ হয়েছে : 'রাসুলদের দায়িত্ব শুধু সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা।' (সুরা : নাহল, আয়াত : ৩৫)
যুগে যুগে নবীরা মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন।
নুহ (আ.)-এর জবানিতে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'আমি আমার রবের রিসালাতের দায়িত্ব তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি এবং আমি তোমাদের নসিহত করছি।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ৬২)
সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ, প্রচার, নসিহত, ওয়াজ বা আল্লাহর দ্বিন পালনের পথে আহ্বান করাই ছিল সব নবী ও রাসুলের দায়িত্ব। সব নবী তাঁর উম্মতকে তাওহিদ ও ইবাদতের আদেশ করেছেন। শিরক, কুফর ও পাপ কাজ থেকে নিষেধ করেছেন।
উম্মতে মুহাম্মদি সম্পর্কে কোরআনে এসেছে, মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন, 'যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মি নবীর, যার উল্লেখ তারা তাদের কাছে রক্ষিত তাওরাত ও ইনজিলে লিপিবদ্ধ পায়, যিনি তাদের সৎ কাজের নির্দেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করেন।' (সুরা : আরাফ, আয়াত : ১৫৭)

কুরআন-হাদিসে ইহকাল-পরকাল

মোহাম্মাদ মাকছুদ উল্লাহ

পৃথিবীতে চাকচিক্যময়, চিত্তাকর্ষক বস্তু-সামগ্রীর ইয়ত্তা নেই। পার্থিব সম্পদ-সম্ভার একটি অপরটি থেকে ভালো বা মন্দ, সুন্দর বা অসুন্দর, বেশি দামি বা কম দামি হতে পারে। কিন্তু পরকালের বিপরীতে পুরো পৃথিবীটাই নিকৃষ্ট...
আমাদের ইহকালীন জীবনটা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে পরকালীন জীবন অনন্ত-অসীম। যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। পরকালীন জীবনের তুলনায় ইহকালীন জীবনের পরিধি পরিমাপ করা এমন কি অনুমান করাও সম্ভব নয়। কারণ নিঃশেষিত কোনো বস্তুকে অসীমের সাথে তুলনা করা যায় না। অসীমের বিপরীতে সীমিতের অস্তিত্ব কিছুই না। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-'বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও। অথচ পরকালের জীবনটাই উত্তম এবং স্থায়ী।' (সূরা আলা : ১৬-১৭)
আরো ইরশাদ হয়েছে-'আপনি বলে দিন, পার্থিব ভোগ সামগ্রী খুবই সামান্য। পক্ষান্তরে পরকাল খোদাভীরুদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের উপর সুতা পরিমাণও অবিচার করা হবে না।' (সূরা নিসা-৭৭) মহানবী সা: একটি উপমার মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের পার্থক্য উপস্থাপন করেছেন। হজরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা:-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! পরকালের তুলনায় ইহকালের দৃষ্টান্ত হলো- যেমন তোমাদের কেউ তার একটি আঙুল সমুদ্রের মাঝে ডুবিয়ে দিয়ে তুলে আনল। তারপর সে লক্ষ করে দেখুক, তার সে আঙুলটা কতটুকু পানি নিয়ে এলো? (তিরমিজি-২৩২৩) পার্থিব সময়ের হিসেবে মানুষের গড় আয়ু ৬০ থেকে ৭০ বছর, যা হাদিসের বিবরণ থেকে জানা যায়। হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত, এক হাদিসে বলা হয়- আমার উম্মতের আয়ু ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে হবে। (জামে আত-তিরমিজি-২৩৩১)
হজরত আবু হুরায়রা বর্ণিত অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আমার উম্মতের বয়সসীমা ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে। আর এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম হবে, যারা ওই বয়সসীমা অতিক্রম করে যাবে।' (সুনানুল কুবরা-৬৫২২, ইবনে হিব্বান-২৯৮০)
পৃথিবী নিকৃষ্ট-পরকাল উত্তম : পৃথিবীতে চাকচিক্যময়, চিত্তাকর্ষক বস্তু-সামগ্রীর ইয়ত্তা নেই। পার্থিব সম্পদ-সম্ভার একটি অপরটি থেকে ভালো বা মন্দ, সুন্দর বা অসুন্দর, বেশি দামি বা কম দামি হতে পারে। কিন্তু পরকালের বিপরীতে পুরো পৃথিবীটাই নিকৃষ্ট। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-'তোমরা জেনে রেখো, পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা, জাঁকজমক, পারিপার্শ্বিক গৌরব-অহঙ্কার এবং সন্তান ও সম্পদের প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। এর দৃষ্টান্ত বৃষ্টির মতো, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য কৃষককে চমৎকৃত করে। এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটায় পরিণত হয়। আর পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন তো প্রতারণার ক্ষণস্থায়ী সামগ্রী ছাড়া অন্য কিছু নয়।' (সূরা আল-হাদিদ-২০) আরো ইরশাদ হয়েছে-'আর এই পৃথিবীর জীবনটা খেল-তামাশা ছাড়া অন্য কিছু নয়। পক্ষান্তরে পরকালের জীবনই আসল জীবন। যদি তারা তা জানত।' (সূরা আল-আনকাবুত-৬৪) উদ্ধৃত আয়াতগুলোতে পার্থিব জীবন ও সম্পদের নিকৃষ্টতা বর্ণিত হয়েছে।
রাসুলুল্লাহ সা: এক হাদিসে বিষয়টি আরো স্পষ্ট করেছেন। হজরত সাহাল ইবনে সাদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সা: বলেছেন, যদি পুরো পৃথিবীর মূল্য মহান আল্লাহর কাছে একটা মশার ডানার সমানও হতো, তাহলে আল্লাহ কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।' (জামে আত-তিরমিজি-২৩২০, মেশকাতুল মাসাবিহ-৫১৭৭) হজরত জাবের রা: থেকে একবার রাসুলুল্লাহ সা: একটি কানকাটা মৃত বকরির বাচ্চার কাছ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, এক দিরহামের বিনিময়ে এটি গ্রহণ করতে রাজি আছে? সাহাবায়ে কেরাম রা: উত্তরে বললেন, কোনো কিছুর বিনিময়েই আমরা এটি গ্রহণ করতে রাজি নই। তখন রাসুলুল্লাহ সা: বললেন, আল্লাহর কসম! তোমাদের কাছে এটি যত নিকৃষ্ট আল্লাহর কাছে পুরো পৃথিবীটা তার চেয়েও নিকৃষ্ট।' (মুসলিম-৫১৫৭)
পৃথিবীর মোহ পরকালীন জীবন ধ্বংস করে ফেলে : পার্থিব জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রত্যেকটি কাজ পরকালীন জীবনের পাথেয় সংগ্রহের জন্য, সুখের সামান তৈরির জন্যে পরিচালিত হবে-এটিই মুমিনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে, পরকালকে ভুলে ইহকালের জীবন ও সম্ভোগের প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লে পরকালীন জীবনটাই ধ্বংস হয়ে যায়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- 'হে ঈমানদারগণ! কী হলো তোমাদের যে, তোমাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে বেরিয়ে পড়ো, তখন তোমরা পৃথিবীর প্রতি মোহাবিষ্ট হয়ে পড়ো? তোমরা কি পরকালীন জীবনের পরিবর্তে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে পড়েছ? অথচ পার্থিব ভোগের সামগ্রী পরকালের তুলনায় খুবই সামান্য।' (সূরা আত-তাওবাহ-৩৮) হজরত আমর ইবনে আওফ রা: থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের উপর দারিদ্র্যের আশঙ্কা করি না। কিন্তু এটি ভয় করি যে, তোমাদের দুনিয়াকে বিস্তৃত করে দেয়া হবে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের বিস্তৃত করে দেয়া হয়েছিল। আর তোমরা তা আয়ত্ত করার জন্য তেমনি প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়বে যেমন প্রতিযোগিতায় তারা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা যেভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তোমরাও সেভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে।' (বুখারি-৬১৭৭, মুসলিম-২৯৭১)
অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'দুইটা ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরির পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে এত ক্ষতি করতে পারে না যত বেশি ক্ষতি করে পার্থিব সম্পদ ও সম্মানের প্রতি মানুষের মোহ তার দ্বীনের।' (জামে আত-তিরমিজি-২৩৭৬, মেশকাতুল মাসাবিহ-৫২৮১)
পৃথিবীর প্রতি অনাসক্তি আল্লাহর নৈকট্য এনে দেয় : হজরত ইবনে মাসউদ রা: থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: তিলাওয়াত করলেন, 'আল্লাহ যাকে হিদায়াত করতে চান, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য খুলে দেন' এরপর রাসূলুল্লাহ সা: বললেন, 'হিদায়াতের নূর যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন সেটি উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ওই অবস্থা বুঝার কি কোনো নিদর্শন আছে? তিনি বললেন হ্যাঁ, প্রতারণার ঘর অর্থাৎ দুনিয়া থেকে পৃথক হয়ে চিরস্থায়ী ঘর আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং মৃত্যু আসার আগে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।' (মিশকাতুল মাসাবিহ-৫১৭৯, মুসনাদে আহমাদ-১৯৬৮৭) অপর এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: বলেন, 'যখন তোমরা কোনো বান্দাকে দেখবে যে, সে পৃথিবীর প্রতি অনাসক্ত ও স্বল্পভাষী, তখন তোমরা তার সাহচর্য অবলম্বন করবে। কেননা, তাকে হিকমত দান করা হয়েছে।' (মিশকাতুল মাসাবিহ-৫২২৯)

ঈমান-ইবাদতের সমন্বয়ে মুসলিম পরিচয়

মোহাম্মাদ মাকছুদ

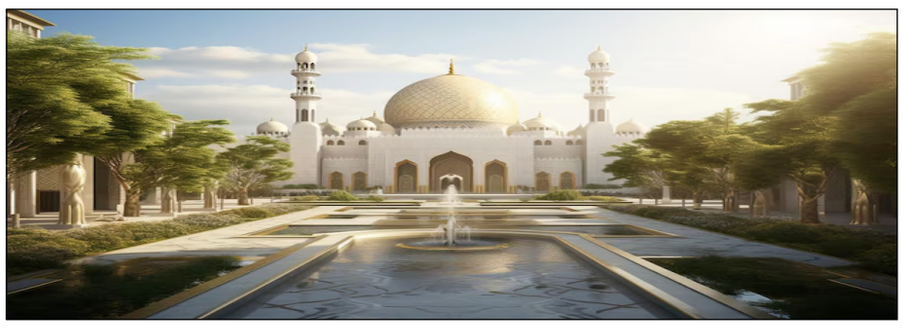

ইসলাম সর্বাগ্রে হৃদয়ে ধারণ করার বিষয়। তারপর জীবন ও কর্মে প্রতিপালনের বিষয়। অন্যভাবে বললে- ইসলামী চেতনা ও মূল্যবোধই একজন মানুষের মুসলমান হওয়ার প্রথম ও প্রধান শর্ত। বাহ্যিক আমলের স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ে। আর সে কারণেই কেউ যদি ইসলামী চেতনায় বিশ্বাসী না হয় এবং ইসলামী মূল্যবোধ ধারণ না করে, তাহলে সে লেবাসে-পোশাকে মুসলমানের মতো দেখালেও প্রকৃত প্রস্তাবে সে মুসলমান নয়। ইসলামী পরিভাষায় তাকে বলা হবে মুনাফিক।
মুনাফিকরা তাদের দ্বিমুখী চরিত্রের কারণে পার্থিব জীবনে কিছু সুখ-সুবিধা পেলেও পরকালে তারা মুক্তি পাবে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-'আর মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারা মুমিন নয়। আল্লাহ ও মুমিনদেরকে তারা প্রতারিত করতে চায়, আসলে তারা নিজেদের ছাড়া কাউকে প্রতারিত করতে পারে না, কিন্তু তারা তা বোঝে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, এরপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের মিথ্যাবাদিতার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (সূরা আল-বাকারা : ৮-১০)
ইসলামী মূল্যবোধ-বর্জিত, ইসলামী চেতনায় অবিশ্বাসী তথা মুনাফিকদের পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইরশাদ করেছেন- 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে, আর তুমি কিছুতেই তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' (সূরা নিসা-১৪৫) ইসলামী জীবনের প্রথম ও প্রধান স্তর যেহেতু তার চেতনায় সন্দেহাতীত বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা সে কারণেই হাবশার সম্রাট নাজ্জাশি প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণ না করলেও এবং ইসলামের বাহ্যিক বিষয়াবলি পালন না করা সত্ত্বেও তাকে রাসূলুল্লাহ সা: মুসলমান হিসেবে গণ্য করেন এবং তার মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সা: সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে গায়েবানা জানাজা আদায় করেন। এ সম্পর্কে হজরত আবু হুরায়রা রা: একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন, 'যেদিন নাজ্জাশি মারা গেলেন সেদিন রাসূলুল্লাহ সা: সাহাবিদের তার মৃত্যুর সংবাদ দিলেন। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে জানাজা আদায়ের স্থানে এসে তাদের কাতারবদ্ধ করলেন এবং চার তাকবির দিয়ে জানাজা আদায় করলেন।' (বুখারি-১৩৩৭, মুসলিম-৯৫৬, জামে আত-তিরমিজি-৯৪৩, আবু দাউদ-৩২০৪, নাসায়ি-১৯৮০, মিশকাত-১৬৫২)
ঈমান ও ইবাদতের সমন্বয়ে মুসলিম পরিচয় : মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-'নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি এবং জলে ও স্থলে তাদের চলাচলের জন্য বাহন দান করেছি, তাদেরকে উত্তম রিজিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি।' (সূরা বনি ইসরাইল-৭০) পৃথিবীর সৃষ্টিরাজির মধ্যে মর্যাদায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব শর্তহীন নয়। অর্থাৎ- বিষয়টি মোটেও এমন নয় যে, মানব সন্তান হিসেবে জন্মলাভ করলেই অন্যান্য মাখলুকের চেয়ে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হওয়া যাবে। আর সৃষ্টিগত কোনো বৈশিষ্ট্যও মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অধিক মর্যাদাবান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি হলো ইবাদত। অনেকে বলে থাকেন, আমি নামাজ না পড়লে কি হবে, আমার ঈমান ঠিক আছে, আমি একজন মুসলমান! তাদের ধারণা, মসলমান পরিচয়ের জন্য বাহ্যিক আমলের আবশ্যকতা নেই। তাদের এই দাবি সম্পূর্ণ অমূলক। মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 'আমি শুধু আমার ইবাদত করার জন্যই মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি।' (সূরা জারিয়াত-৫৬) আমাদের মধ্যে ইবাদত সম্পর্কে মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, তাসবিহ, তাহলিল, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি গুটিকতক কাজকে ইবাদত মনে করা হয়। আর জীবনের সুবিশাল পরিমণ্ডলে বিস্তৃত অসংখ্য অপরিহার্য বিষয়াবলিকে মনে করা হয় দুনিয়াদারি। অথচ ফিতরাতের ধর্ম ইসলামের কোথাও এমন কথা বলা হয়নি। ইবাদত শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো- দাসত্ব বা আনুগত্য। আর ইসলামী শরিয়তের পরিভাষায় ইবাদত বলতে জীবনের সব ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর আনুগত্য করাকে বোঝায়। অর্থাৎ মহান আল্লাহর বিধান পালনের মাধ্যমে জীবন ও জগতকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলার নামই ইবাদত। মানুষ তার জীবনের কর্মপন্থা নির্ধারণে সম্পূর্ণ স্বাধীন। জ্ঞানের আলোকে চিন্তাভাবনা করে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জীবনের সমস্ত কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মহান আল্লাহর বিধানের অধীনে সমর্পণ করে বৈষয়িক জীবনের সব ক্ষেত্রে তাঁর আনুগত্যের নামই ইবাদত। আর এই ইবাদতই হলো মানুষের আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার আসল মাপকাঠি। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- 'আমি বহু মানুষ ও জিনকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি, তাদের অন্তর আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা দেখে না, তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা হলো পশুর মতো; বরং তদপেক্ষা বেশি পথভ্রষ্ট, তারা হলো গাফিল।' (সূরা আরাফ-১৭৯)
সুতরাং ইবাদতকে নামাজের নামে মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যে, রোজার নামে একটি মাসের মধ্যে, হজের নামে আরবের মক্কা-মদিনাতে সীমাবদ্ধ করে রাখা বড্ড অন্যায়। আর এ অধিকার কারো নেই। ইবাদত হবে জীবনজুড়ে, জগতব্যাপী, প্রতি মুহূর্তে, সব কাজে। ইবাদতের মান নির্ধারণ করে ঈমান : অন্তরে বিশ্বাসের নাম ঈমান। বিশ্বাসই মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সব কাজের ভিত্তি। কোনো কাজের ফলাফল যতই লোভনীয় হোক না কেন, যদি ওই কাজের জ্ঞান ও তার ফলাফলের বিষয়ে অন্তরে বিশ্বাস না থাকে, তাহলে সে কাজ মানুষ করতে পারে না। তেমনি ঈমান যদি না থাকে তাহলে ইবাদত করাও সম্ভব নয়। যদিও বহ্যিকভাবে ঈমানহীন কারো কারো দ্বারা কোনো কোনো সময় ভালো কাজ হতে দেখা যায় কিন্তু সেটি মহান আল্লাহর দরবারে ইবাদত হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- 'যারা তাদের পালনকর্তার সত্তায় অবিশ্বাসী, তাদের দৃষ্টান্ত এমন যে, তাদের কর্মসমূহ (ইবাদত) ছাইভস্মের মতো, যা ঝড়ের দিনে প্রবল বেগে প্রবাহিত বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাদের উপার্জনের কোনো কিছুই তারা ভোগ করতে পারে না। এটি তো ঘোরতর বিভ্রান্তি।' (সূরা ইবরাহিম, আয়াত-১৮) আরো ইরশাদ হয়েছে- 'আর যে ঈমানকে অস্বীকার করবে, তার সমস্ত আমল বরবাদ হয়ে যাবে আর সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (সূরা মায়িদাহ-৫)
হজরত আম্মার ইবনে ইয়াসির রা: একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা:-কে বলতে শুনেছি, 'এমন অনেক মানুষ আছে যারা নামাজ আদায় করার পর নামাজের ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, ৩ ভাগের ১ ভাগ বা অর্ধেক সওয়াব লাভ করে।' (আবু দাউদ-৭৯৬)
হজরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা: থেকে একটি বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত কাজের ফলাফল নির্ভর করে নিয়তের ওপর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করবে, বিনিময়ে সে সেটিই পাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে হিজরত করেছে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকেই গণ্য হবে। আর যার হিজরত পার্থিব কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্য বা কোনো নারীকে বিয়ে করার জন্য, তার হিজরত সে জন্যই বিবেচিত হবে।' (বুখারি-০১, মুসলিম-১৯০৭)

ইকরামুল মুসলিমিনের ফজিলত

মোহাম্মদ আজিজুল হক

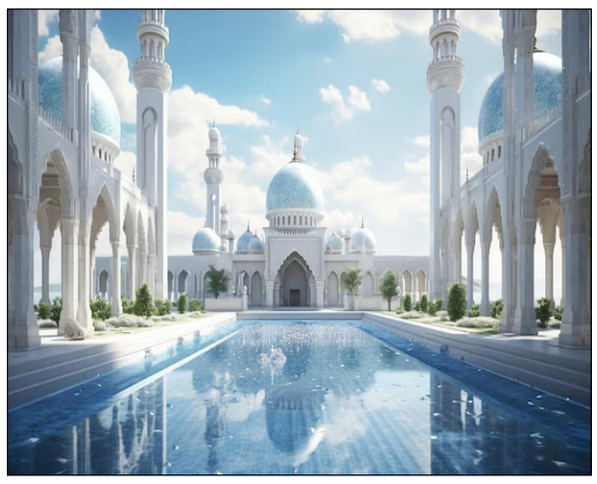

ইকরামুল মুসলিমিনের সওয়াব অপরিসীম। হজরত আনাস বিন মালিক রা: থেকে বর্ণিত, রাসূল সা: ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ব্যথিত ব্যক্তির একটি প্রয়োজন পূর্ণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার ৭৩টি হাজত পূরণ করবেন, একটি দিয়ে তার দুনিয়া সুন্দর করা হবে। বাকি ৭২টি আখিরাতের জন্য অবশিষ্ট রাখা হবে (জামেউল আহাদিস, হাদিস ২১৩৭৭)
আরেকটি হাদিস হজরত আবু হুরায়রা রা: থেকে বর্ণিত তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য চলে, আল্লাহ পাক তার জন্য ৭৫ হাজার ফেরেশতাকে নিয়োগ করেন, যারা ওই ব্যক্তির জন্য দোয়া করতে থাকেন। আর সেই কাজটি সম্পন্ন করা পর্যন্ত তার ওপর রহমতের ছায়া বিস্তৃত থাকে। যখন সে প্রয়োজনটি পূর্ণ করে ফেলে তখন তার জন্য একটি হজ ও একটি উমরার সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয় (আলমুজামুল আওসাত, হাদিস ৪৩৯৬)। একজন মুসলমানের মর্যাদা আল্লাহ তায়ালার কাছে অনেক। তিনি ইরশাদ করেন, নিশ্চয় একজন মুমিন গোলাম একজন আযাদ মুশরিক পুরুষ হতে অনেক উত্তম। যদিও মুশরিক পুরুষ তোমাদের কাছে কতই না ভালো মনে হয় (সূরা : বাকারা : ২২১) হজরত আয়েশা রা: বলেন, রাসূলুল্লাহ সা: আমাদের আদেশ করেছেন যে, আমরা যেন মানুষের সাথে তাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে আচরণ করি। (মুসলিম)
মুসলমানের দাম এতই বেশি যে, তার সাহায্য করলে এবং কল্যাণ কামনা করলে ইতেকাফের মতো অশেষ সওয়াবের ভাগিদার হওয়া যায়। হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো ভাইয়ের কাজের জন্য হেঁটে যায়, তার এই কাজ ১০ বছরের ইতেকাফ হতে উত্তম। যে ব্যক্তি একদিনের ইতেকাফও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য করে আল্লাহ তায়ালা তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন খন্দক আড় করে দেন। প্রতি খন্দক আসমান ও জমিনের দূরত্ব হতে বেশি। (কানজুল উম্মাল, হাদিস : ২৪০১৯) হজরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা: থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করা থেকে এমন সময় বিরত হয় যখন তার ইজ্জতের ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তার সম্মানের ক্ষতি করা হচ্ছে। তখন আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন সময় নিজের সাহায্য থেকে বঞ্চিত রাখবেন যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের অতি মুখাপেক্ষী হবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের এমন বিপদে তার সাহায্য ও সহানুভূতি করে যখন তার ইজ্জত আব্রুর ওপর হামলা করা হচ্ছে এবং তার সম্মান নষ্ট করা হচ্ছে, তখন আল্লাহ পাক তাকে ওই সময় সাহায্য করবে যখন সে আল্লাহ তায়ালার সাহায্যের আগ্রহী হবে (আবু দাউদ)।
রাসূলের ভাষ্যমতে, প্রত্যেক মুসলমানের সদকা করা উচিত। আর সদকার রয়েছে বিভিন্ন তবকা। হজরত আবু জর রা: বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন, তোমার আপন মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুচকি হাসি দেয়া সদকাস্বরূপ। কাউকে নেক কাজের হুকুম করা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা সদকাস্বরূপ। কোনো পথহারাকে রাস্তা বলে দেয়া সদকাস্বরূপ। দুর্বল দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে রাস্তা দেখানো সদকাস্বরূপ। পাথর, কাঁটা, হাড্ডি ইত্যাদি রাস্তা থেকে সরিয়ে ফেলা সদকাস্বরূপ। এমনকি নিজের বালতি থেকে অপর মুসলমান ভাইয়ের বালতিতে পানি ঢেলে দেয়াও সদকাস্বরূপ। (তিরমিজি)
করজে হাসানার মাধ্যমেও ইকরাম করা যায়। করজে হাসানা মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও সওয়াবের আশায় কাউকে বিনিময় ছাড়া নিঃশর্তে ঋণ দেয়া। ইকরামুল মুসলিমিন একটি সহজ আমল। এই আমলের জন্য আলাদা মেহনতের প্রয়োজন হয় না, বরং ছোটখাটো এসব কাজ সহিহ নিয়তের সাথে করলেই অশেষ সওয়াব লাভ করা যায়। জীবনের চলার পথে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজে আমরা দয়া ও মহত্বের পরিচয় দিতে পারি। অর্জন করতে পারি সুবর্ণ মুদ্রার মতোই মূল্যবান ও উজ্জ্বল খাঁটি সোনা। পার্থিব ধন-সম্পদ তো মৃত্যুর সাথে সাথেই হাতছাড়া হবে। কিন্তু জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই মহৎ কাজগুলোই হবে আমাদের পরকালের পাথেয়। তাই প্রসন্নচিত্তে জান্নাতে যাওয়ার সহজ আমল হলো ইকরামুল মুসলিমিন।

হিজাজি মাহের ছিটকে যাওয়ায় ইস্টবেঙ্গল সই করাল রাফায়েল মেসিকে

আপনজন ডেস্ক: ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খুব একটা ভালো পরিস্থিতিতে নেই ইস্টবেঙ্গল। ফলে ফোকাসও সরেছে। ইস্টবেঙ্গলের টার্গেট সুপার কাপ এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ভালো পারফর্ম করা। মরসুমের শুরু থেকে একের পর এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়েছে ইস্টবেঙ্গল। মাঝপথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে চোট। মাদিহ তালাল পুরো মরসুম থেকেই ছিটকে গিয়েছিলেন। নিত্যনতুন চোটে বিধ্বস্ত ইস্টবেঙ্গল। এ দিন নতুন করে অস্বস্তি বেড়েছে হিজাজি মাহেরকে নিয়ে। এর মাঝেই কিছুটা স্বস্তি। চোটের তালিকায় অনেকেই ছিলেন এবং রয়েছেন। আনোয়ার আলিরও চোট। তেমনই ক্লেটন এবং হিজাজি মাহেরেরও চোট ছিল। পুরো মরসুমের জন্যই ছিটকে গিয়েছেন ডিফেন্ডার হিজাজি মাহের। গত মরসুমে ইস্টবেঙ্গল সুপার কাপ জিতেছিল। দীর্ঘ এক যুগ পর কোনও সর্বভারতীয় স্তরের ট্রফি এসেছিল। সুপার কাপে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন হিজাজি। তাঁর ছিটকে যাওয়ার দিনই নতুন প্লেয়ার সই করানোর ঘোষণা ইস্টবেঙ্গলের। ক্যামেরুন জাতীয় দলের ফরোয়ার্ড রাফায়েল মেসি বৌলিকে এ মরসুমের বাকি সময়ের জন্য সই করাল ইস্টবেঙ্গল। চিনের লিগ ওয়ানের ক্লাব থেকে ইস্টবেঙ্গলে সই করলেন। ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা অবশ্য রয়েছে। ২০১৯-২০ মরসুমে কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলেছিলেন। আইএসএলে ৮টি গোল করেছিলেন।

মেসিকে সই করানো প্রসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো বলেন, ‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাফায়েল যোগ দিচ্ছে। ও যেহেতু কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলেছে, ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে ধারনা রয়েছে। ওর গোল করার দক্ষতা কাজে লাগবে।’

১২১ ম্যাচ কম খেলেই ব্রাভোর রেকর্ড ভাঙলেন রশিদ খান

আপনজন ডেস্ক: ‘অসাধারণ এক অর্জন’—রশিদ খান না বললেও পারতেন! স্বীকৃত টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার রেকর্ড গড়াটা কত বড় অর্জন, তা কে না জানে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ডোয়াইন ব্রাভোকে দুইয়ে ঠেলে এই সংস্করণের ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়া বোলার হয়ে গেছেন সময়ের সেরা লেগ স্পিনার রশিদ খান। এসএ টি-টোয়েন্টিতে পার্ল রয়্যালসের দুনিত ভেল্লালাগেকে বোল্ড করে ব্রাভোর ৬৩১ উইকেট টপকে যান এমআই কেপটাউন অধিনায়ক। পরে দিনেশ কার্তিককে আউট করে উইকেট সংখ্যাটাকে ৬৩৩-এ নিয়ে যান ২৫ বছর বয়সী রশিদ।

অধিনায়কের রেকর্ড গড়ার ম্যাচটি ৩৯ রানে জিতেছে কেপটাউন। কোয়ালিফায়ারের এই জয় ফাইনালে তুলে দিয়েছে কেপটাউনকে। ব্রাভোর চেয়ে ১২১ ম্যাচ কম খেলেই নতুন রেকর্ড গড়লেন রশিদ। ব্রাভো ৫৮২ ম্যাচে পেয়েছেন ৬৩১ উইকেট। আগের ম্যাচেই ব্রাভোকে ছোঁয়া রশিদ রেকর্ড গড়লেন ৪৬১ ম্যাচে। রেকর্ড গড়ার পর রশিদ বেশ আপ্লুতই ছিলেন ম্যাচ-পরবর্তী পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে, ‘অসাধারণ এক অর্জন। যদি ১০ বছর আগে আপনারা জিজ্ঞাসা করতেন আমি এখানে পৌঁছাতে পারব কি না, বলতাম কখনো এ নিয়ে ভাবি না। আফগানিস্তানের কারও এমন উচ্চতায় উঠতে পারাটা অবশ্যই গর্বের। ডিজে (ব্রাভো) টি-টোয়েন্টির অন্যতম সেরা বোলার। এটা খুব সম্মানের, আমি আরও এগিয়ে যেতে চাই।’

২০১৫ সালে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম ম্যাচটি খেলেন রশিদ। যুদ্ধপীড়িত এক দেশ থেকে উঠে আসা সেই রশিদ পরে ‘বিশ্বজয়’ করেছেন ক্রিকেট মাঠে। আইপিএল থেকে বিপিএল, এসএ টোয়েন্টি থেকে আইএল টোয়েন্টি—কোথায় খেলেননি রশিদ।

রশিদ সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন জাতীয় দল আফগানিস্তানের হয়ে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৮ উইকেট বিগ ব্যাশের দল অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের হয়ে। টুর্নামেন্টের হিসেবে রশিদ সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন আইপিএলে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৮ উইকেট বিগ ব্যাশে।

২০১৮ সালে টি-টোয়েন্টিতে রশিদের উইকেট। এক পঞ্জিকাবর্ষে যা কোনো বোলারের সর্বোচ্চ।

২০১৬ সালে ব্রাভোর গড়া ৮৭ উইকেটের রেকর্ড ভাঙেন রশিদ।

ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে রোহিত শর্মাকে সময় বেঁধে দিয়েছে বিসিসিআই!

আপনজন ডেস্ক: ভারত-ইংল্যান্ড ওয়ানডে সিরিজ শুরু হবে কাল। চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আগে দুই দলের জন্যই প্রস্তুতির উপলক্ষ সিরিজটি। সেই সিরিজের আগে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা একটি বার্তা পেয়েছেন বিসিসিআই থেকে। ভারতের সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ৩৭ বছর বয়সী রোহিতকে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তিনি যেন নিজের ‘ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা’ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পরই জানিয়ে দেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে পাকিস্তান ও আরব আমিরাতে শুরু হবে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি। গত বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর এই সংস্করণ থেকে অবসর নেন রোহিত। বাকি দুই সংস্করণের মধ্যে রোহিতের টেস্ট ভবিষ্যৎও শঙ্কার মুখে। ৩ টেস্টে ৫ ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমে করেন ৩১ রান। তখন থেকেই টেস্টে রোহিতের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এবার সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ সামনে রেখে এখন থেকেই পরিকল্পনা সাজাতে চায় ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পাশাপাশি টেস্ট দলেও পালাবদলের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। এ জন্য দুই সংস্করণেই স্থায়ী অধিনায়ক ঠিক করার কথা ভাবা হচ্ছে। এই পরিকল্পনায় বিরাট কোহলি বিবেচনায় থাকলেও টেস্টে তাঁর ফর্ম ফিরে পাওয়ার জন্য আরেকটু অপেক্ষা করতে চায় বিসিসিআই। ওয়ানডেতে কোহলির ফর্ম নিয়ে ভাবনা নেই বোর্ডের।

আগামী এপ্রিলে আটত্রিশে পা রাখবেন রোহিত। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে তাঁর বয়স হবে ৪০ বছর। গত চার মাসে টেস্ট ক্রিকেটে সময়টা ভালো যায়নি রোহিতের। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে সিডনিতে শেষ টেস্টে খেলেননি বাজে ফর্মের জন্য। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এই সংস্করণেও খুব বেশি ম্যাচ খেলেননি রোহিত। রোহিতের কাছে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানতে চাওয়ার বিষয়ে বিসিসিআইয়ের একটি সূত্র সংবাদমাধ্যমটিকে এ নিয়ে বলেছেন, ‘দল নির্বাচনের সর্বশেষ বৈঠকে নির্বাচকেরা এবং বোর্ড সংশ্লিষ্টরা রোহিতের সঙ্গে এই আলোচনা করেছেন। তাকে বলা হয়েছে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর তিনি কীভাবে নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করবেন সেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আগামী ওয়ানডে বিশ্বকাপ এবং বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ সামনে রেখে টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। মসৃণ পালাবদলের জন্য সবাইকে একই ছায়াতলে রাখতে চান তারা।’ মার্চে শুরু হয়ে মে মাসে শেষ হতে যাওয়া আইপিএলের পর পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে ইংল্যান্ড সফরে যাবে ভারত। নির্বাচকেরা অধিনায়কের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতেও স্থায়িত্ব আনতে চান। এরই মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে শুবমান গিলকে ভারতের সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতা বিচারে অধিনায়কত্বের আছেন হার্দিক পান্ডিয়াও। টেস্টে অধিনায়কত্বের জন্য যশপ্রীত বুমরা অনেকের পছন্দ হলেও তাঁর ফিটনেস এই ভাবনায় বড় প্রশ্ন তৈরি করেছে। এ কারণে টেস্ট অধিনায়কত্বে রোহিতের উত্তরসূরি সহসাই বেছে নিতে পারছে না বিসিসিআই। দলকে সামনে এগিয়ে যেতে পারবেন, এমন কোনো তরুণকে টেস্ট অধিনায়কত্ব দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যমটি। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে সূত্রটি আরও বলেছেন, ‘বুমরার একটি দীর্ঘ টেস্ট সিরিজ শেষ করা কিংবা একটা মৌসুম পুরোপুরি শেষ করা নিয়ে সব সময়ই সন্দেহ থাকে। নির্বাচকেরা আরও স্থিতিশীল কাউকে চান। গিলকে অধিনায়ক হিসেবে ভাবা হয়েছিল, কিন্তু টেস্টে ফিরে সে গড়পড়তা ভালো করেছে। ঋষভ পন্ত ভালো পছন্দ হতে পারেন কিংবা যশস্বী জয়সোয়ালকেও গড়ে নেওয়া হতে পারে।’

চোটের ছোবলে ‘জরুরি অবস্থা’ রিয়ালে

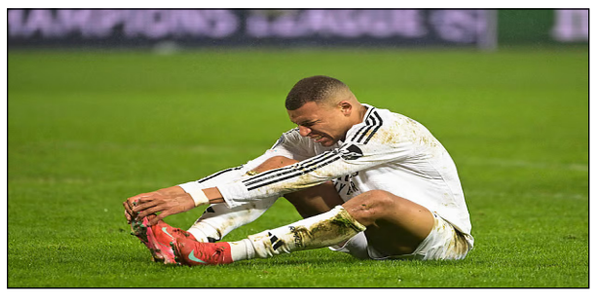

আপনজন ডেস্ক: আগামী সাত দিনে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ রিয়াল মাদ্রিদের। লা লিগায় শনিবার রাতে প্রতিপক্ষ আতলেতিকো মাদ্রিদ। এরপর চ্যাম্পিয়নস লিগ প্লে-অফের প্রথম লেগে আগামী মঙ্গলবার রাতে রিয়ালের প্রতিপক্ষ ম্যানচেস্টার সিটি। এ দুটি ম্যাচেই দলের দুই সেন্টারব্যাক ডেভিড আলাবা ও অ্যান্টনিও রুডিগারকে পাচ্ছেন না মাদ্রিদের ক্লাবটির কোচ কার্লো আনচেলত্তি। মাংসপেশিতে চোট পেয়েছেন রুডিগার ও আলাবা ভুগছেন অ্যাডাক্টরের (উরুর পেশি) চোটে। চোট পাওয়ায় প্রায় তিন সপ্তাহের জন্য মাঠ থেকে ছিটকে পড়েছেন আলাবা ও রুডিগার। রক্ষণে অভিজ্ঞতার ঘাটতি পড়ায় রিয়ালে তাই জরুরি অবস্থা জারি করেছেন আনচেলত্তি। জানিয়ে দিয়েছেন, রিয়াল এখন জরুরি অবস্থার মধ্যে রয়েছে। তবে আনচেলত্তির দুঃসংবাদ এখানেই শেষ নয়। কোপা দেল রে কোয়ার্টার ফাইনালে আজ বাংলাদেশ সময় রাত ২টায় লেগানেসের মুখোমুখি হবে রিয়াল। এ ম্যাচে আক্রমণভাগের দুই তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে ও জুড বেলিংহামকে পাচ্ছে না দলটি। কারণ? দুজনেই চোট পেয়েছেন। অর্থাৎ লেগানেসের বিপক্ষে এমবাপ্পে, বেলিংহাম, আলাবা, রুডিগার ও এদুয়ার্দো কামাভিঙ্গাকে পাচ্ছে না মাদ্রিদের ক্লাবটি। বেলিংহামের চোট নিয়ে গতকাল সংবাদকর্মীদের আনচেলত্তি বলেছেন, ‘বেলিংহাম আঘাত পেয়েছে। তাকে পাওয়া যাবে না। ভিনিসিয়ুসকে পাওয়া যাবে। এমবাপ্পে অনুশীলন করেছে। অ্যাঙ্কেলে সে চোট পেয়েছে। তাকে (লেগানেস) ম্যাচটির জন্য পাওয়া যাবে না।’

চোটের মিছিলে রিয়াল যে জরুরি অবস্থা পার করছে, সেটাও বলেছেন আনচেলত্তি, ‘এই জরুরি অবস্থা কীভাবে মোকাবিলা করব, তা নিয়ে ভাবতে হচ্ছে আমাদের। গত বছরও আমরা এ অবস্থা পার করেছি। বিষয়টা ভালোভাবে সামলাতে হবে, যেটা আমরা গত বছর করেছি।’ লেগানেসের বিপক্ষে আক্রমণভাগে ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে এনদ্রিক ও আরদা গুলেরকে দেখা যেতে পারে। ব্রাহিম দিয়াজকেও নামিয়ে দিতে পারেন আনচেলত্তি। রক্ষণে অঁরেলিয়ে চুয়ামেনির সঙ্গে দেখা যেতে পারে জ্যাকোবো র‍্যামন ও রাউল আসেনসিওকে। আনচেলত্তি বলেছেন, ‘আমরা জরুরি অবস্থার মধ্যে আছি। রুডিগার ও আলাবা ২০ দিনের জন্য ছিটকে পড়েছে। সেন্টারব্যাকে পাচ্ছি শুধু জ্যাকোবো র‍্যামন, রাউল আসেনসিও ও অঁরেলিয়ে চুয়ামেনিকে।’ তবে আতলেতিকো ও সিটির বিপক্ষে ম্যাচের আগে এমবাপ্পে ও বেলিংহামের সুস্থ হয়ে ওঠার আশায় আছেন আনচেলত্তি। মার্কা জানিয়েছে, আতলেতিকো ও সিটি ম্যাচে দুজনকে পুরোপুরি ফিট হিসেবে পেতেই হালকা চোটে তাঁদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

হলদিয়া মহকুমা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মহিষাদল চক্রের উদ্যোগের অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান মহিষাদলের বিধায়ক তিলক কুমার চক্রবর্তী সহ অনেকেই।

ছবি সেক আনোয়ার হোসেন

৫৪ বলে ১৩৫ রান করে দুইয়ে অভিষেক, ১৪ উইকেট নিয়ে বরুণও দুইয়ে

আপনজন ডেস্ক: ৫৪ বলে ১৩৫ রান! রোববার মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে তাণ্ডব চালিয়েছিলেন অভিষেক শর্মা। ইংল্যান্ডের বোলিং নিয়ে ছেলেখেলা করে টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে ভারতের ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ইনিংসের রেকর্ড গড়েছেন অভিষেক। ভারতীয় ওপেনারের দুর্দান্ত সেই ইনিংসের প্রভাব আইসিসির ব্যাঙ্কিংয়েও পড়েছে। একলাফে টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে দুইয়ে উঠে গেছেন অভিষেক। আজ প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে অভিষেকের ওপরে আছে শুধু ট্রাভিস হেড। অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানের রেটিং পয়েন্ট ৮৫৫, অভিষেকের চেয়ে ২৬ পয়েন্টে এগিয়ে। ব্যাটিংয়ে শীর্ষ পাঁচে ভারতীয়দেরই আধিপত্য। তিনে আছেন তিলক বর্মা, পাঁচে সূর্যকুমার যাদব। এ দুজনের মধ্যে আছেন ইংল্যান্ডের ফিল সল্ট। তিলক, সূর্যকুমার ও সল্ট-অভিষেককে জায়গা দিতে গিয়ে পিছিয়েছেন এক ধাপ করে। ইংল্যান্ড সিরিজের পারফরম্যান্স দিয়ে বোলিংয়েও

টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিং

দুইয়ে উঠে এসেছেন এক ভারতীয়। ১৪ উইকেট নিয়ে সিরিজসেরা হওয়া স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন দুইয়ে। ইংল্যান্ডের লেগ স্পিনার আদিল রশিদের সঙ্গে যৌথভাবে দুইয়ে আছেন চক্রবর্তী। রশিদের অবনমন হয়েছে। গত সপ্তাহে যাঁকে সরিয়ে শীর্ষে উঠেছিলেন রশিদ, সেই ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান স্পিনার আকিল হোসেন ফেরত পেয়েছেন এক নম্বর জায়গাটা।

বোলিংয়ে শীর্ষ পাঁচের অন্য দুজন শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৩য়) ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম জাম্পা (৪র্থ)। শুধু শীর্ষ পাঁচেই নয়, র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম আটজনই স্পিনার। ছয়ে ভারতের রবি বিষ্ণয়, সাতে শ্রীলঙ্কার মহীশ তিকশানা ও আটে আফগানিস্তানের রশিদ খান।

টি-টোয়েন্টি অলরাউন্ডার র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের হার্দিক পান্ডিয়াই ধরে রেখেছেন শীর্ষস্থান।

গলে শ্রীলঙ্কাকে সবচেয়ে বড় টেস্ট হারের স্বাদ উপহার দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ওই ম্যাচে টেস্টে ১০ হাজার রানের মাইলফলক ছোঁয়া ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ তিন ধাপ এগিয়ে উঠেছেন পাঁচে। টেস্ট ক্যারিয়ারের প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি পাওয়া উসমান খাজা ছয় ধাপ এগিয়ে উঠেছেন ১১ নম্বরে। টেস্ট বোলিংয়ে অস্ট্রেলীয় স্পিনার নাথান লায়ন দুই ধাপ এগিয়ে ছয়ে ও বাঁহাতি পেসার মিচেল স্টার্ক দুই ধাপ এগিয়ে ১২ নম্বরে উঠেছেন।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে শাস্ত্রী: বুমরা না খেললে ভারতের সম্ভাবনা ৩০-৩৫ ভাগ কমে যাবে

আপনজন ডেস্ক: এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি যশপ্রীত বুমরার জন্য হতে পারে প্রায়শ্চিত্তের মঞ্চ। ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ফাইনালে সেঞ্চুরি করে যিনি ম্যাচসেরা হয়েছিলেন, সেই ফখর জামানকে মাত্র ৩ রানে ক্যাচ বানালেও ‘নো’ বলের জন্য আক্ষেপে পুড়তে হয়েছিল বুমরাকে। আট বছর পর সেই বুমরা এখন অনেক পরিণত। বোলিংয়ে দলকে একাই জিতিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

কিন্তু ৩১ বছর বয়সী পেসার চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে পারবেন কি না, এখনো নিশ্চিত নয়। ভারতের সাবেক অলরাউন্ডার, সাবেক কোচ ও ধারাভাষ্যকার রবি শাস্ত্রী মনে করেন, বুমরা না থাকলে ভারতের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ কমে যাবে।

২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পা রাখা বুমরা কয়েক বছর ধরেই ভারতের বোলিং আক্রমণের প্রধান শক্তি। এর মধ্যে ২০২৪ সালে ছিলেন সেরা ফর্মে। জুনে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ে ভূমিকা রাখায় হাতে পেয়েছিলেন টুর্নামেন্ট-সেরার স্বীকৃতি, বছরের শেষ দিকে ভারতের টেস্ট দল অস্ট্রেলিয়ার কাছে সিরিজ হারলেও বুমরাও ছিলেন সিরিজ-সেরা। সব মিলিয়ে আইসিসি কর্তৃক ২০২৪ সালের বর্ষসেরার খেতাবই জিতেছেন এই পেসার।

কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনি টেস্টে পাওয়া পিঠে চোট এখন তাঁকে মাঠের বাইরে আটকে রেখেছে। নির্বাচকেরা তাঁকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে রাখলেও প্রথম কয়েকটি ম্যাচে না খেলাটা এরই মধ্যে নিশ্চিত। আট দলের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ভারত গ্রুপ পর্বে খেলবে তিন ম্যাচ, এরপর সম্ভাব্য সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। যার অর্থ, বুমরা চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে ফিরলেও শেষ দিকে এক-দুই বা সর্বোচ্চ তিনটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। কিন্তু নির্বাচকেরা সেই ঝুঁকি নেবেন কি না, আপাতত স্পষ্ট নয়।

রিভিউয়ে সঞ্জানা গনেষনকে তিনি বলেন, ‘বুমরা ভালোভাবে ফিট না হলে ভারতের সুযোগ ৩০ শতাংশ, আক্ষরিক অর্থে ৩০-৩৫ শতাংশই কমে যাবে। আর বুমরা যদি সম্পূর্ণ ফিট হয়ে খেলতে পারে, তাহলে ডেথ ওভারে (ভারতের ভালো খেলার) নিশ্চয়তা থাকবে। তখন ব্যাপারটা ভিন্ন হবে।’

বুমরা সম্পূর্ণ হয়ে ফিট হয়ে খেললে ভারতের সম্ভাবনা বাড়বে, সেটি তাঁর বিভিন্ন সময়ের বোলিং কীর্তিই বলে দিচ্ছে। তবে ৩১ বছর বয়সী এই পেসারকে অল্প কটি ম্যাচের জন্য খেলানো কতটা সঠিক হবে কি না, ভাবতে বলেছেন শাস্ত্রী, ‘এটা খুব বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে। সামনেও ভারতের বড় ব্যস্ততা আছে। এখন সে ক্যারিয়ারের যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমার মনে হয় এক ম্যাচের জন্য খেলানো এবং ভালো কিছু আশা করাটা খুব বেশি হয়ে যায়। কারণ, সবার প্রত্যাশা থাকবে অনেক বেশি। সবাই মনে করবে বুমরা মাঠে নেমেই খেলা বদলে দেবে, কিন্তু পিঠের চোট থেকে ফিরে ভালো করা সহজ কিছু নয়।’

গার্দিওলার বিচ্ছেদই সিটির বাজে অবস্থার বড় কারণ, মনে করেন অঁরি

আপনজন ডেস্ক: কয়েক মাস আগেও সবচেয়ে ধারাবাহিক ও দাপুটে ক্লাবগুলোর একটি ছিল ম্যানচেস্টার সিটি। সেই সিটি মাঝে যেন জিততেই ভুলে গিয়েছিল। অক্টোবরের শেষ দিন থেকে ডিসেম্বরে বক্সিং ডে পর্যন্ত সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জিততে পেরেছিল পেপ গার্দিওলার দল। ভয়াবহ সেই সময় থেকে বেরিয়ে এলেও আগের মতো ধারাবাহিকতা দেখাতে পারছে না সিটি। এক ম্যাচ জিতছে তো পরের ম্যাচেই হারছে কিংবা পয়েন্ট হারাচ্ছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেই সর্বশেষ ম্যাচে আর্সেনালের কাছে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে টানা চারবারের চ্যাম্পিয়নরা। মাঠে সিটির এমন দুরবস্থার কারণ হিসেবে অনেকেই ব্যালন ডি’অর জয়ী রদ্রি, দুই সেন্টারব্যাক জন স্টোনস ও রুবেন দিয়াজ এবং নিয়মিত একাদশের আরও কয়েকজনের মৌসুমের বিভিন্ন সময়ে চোটে পড়ার বিষয়টি সামনে এনেছেন। কিন্তু থিয়েরি অঁরি মনে করেন, এই মৌসুমে সিটির বাজে অবস্থার বড় কারণ স্ত্রী ক্রিস্টিনা সেরার সঙ্গে গার্দিওলার বিচ্ছেদ। নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া একই ধরনের ঘটনাকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে সম্প্রতি এ কথা বলেছেন ফরাসি কিংবদন্তি অঁরি। স্কাই স্পোর্টসকে অঁরি বলেছেন, ‘ম্যানচেস্টার সিটি ও পেপের (গার্দিওলার) সঙ্গে যা ঘটছে, এর জন্য কি আমি দুঃখিত? হ্যাঁ, একটা দিক থেকে অবশ্যই। ফুটবলের বাইরে পেপকে যা কিছু সামলাতে হয়েছে, তা সামলানো সহজ নয়। যখন আমি বার্সেলোনায় যোগ দিই, তখন আমাকেও এটার (বিচ্ছেদ) মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। যখন আপনি মানসিকভাবে ভালো থাকবেন না, তখন এ ধরনের বিষয় মোকাবিলা করা সহজ নয়।’

ব্রাজিলিয়ান বংশোদ্ভূত সাংবাদিক ও লেখক ক্রিস্টিনা সেরার সঙ্গে গার্দিওলার পরিচয় ১৯৮৯ সালে। ১৯৯৪ সাল থেকে তাঁরা একসঙ্গে বাস করে আসছিলেন। ২০১৪ সালে বার্সেলোনায় ক্রিস্টিনাকে বিয়ে করে সেই সম্পর্কের পরিণতি দেন গার্দিওলা। কিন্তু সম্প্রতি তাঁরা আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সংসার ভাঙার কারণ জানাতে গিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এল পেরিওদিকো দাবি করে, গত নভেম্বরে সিটির সঙ্গে গার্দিওলার চুক্তি নবায়ন করেন। ক্রিস্টিনা সেরা পরিবার নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গার্দিওলা তাঁর কথা না শুনে ইংল্যান্ডেই কোচিং ক্যারিয়ার এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন ক্রিস্টিনা সেরা। ২০০৭ সালে অঁরি আর্সেনাল ছেড়ে বার্সেলোনায় যোগ দিলে স্ত্রী ক্লেয়ার মেরির সঙ্গে তাঁরও বিচ্ছেদ হয়। পরের বছর গার্দিওলাকে কোচ করে আনে বার্সা। কাতালান ক্লাবটিতে

গার্দিওলাকে দুই মৌসুম কোচ হিসেবে পান অঁরি। জেতেন চ্যাম্পিয়নস লিগসহ কয়েকটি শিরোপা।

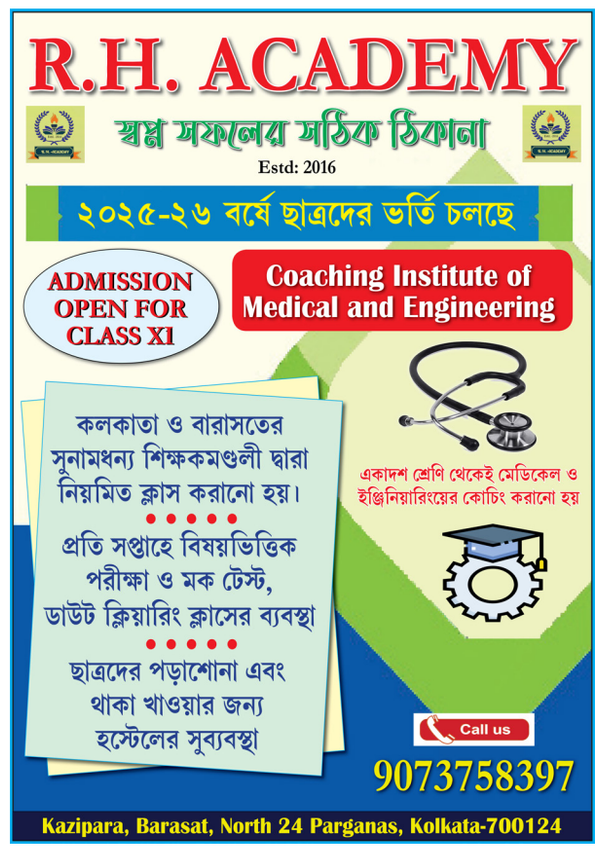

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক**।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**